رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

বাংলা | بنغالي | رِسَالَةٌ فِي الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

নারীদের ঋতুস্রাব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

সম্মানিত শাইখ আল্লামা
মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন

رِسَالَةٌ

فِي الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

নারীদের ঋতুস্রাব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلمُسْلِمِينَ

লেখক

সম্মানিত শাইখ আল্লামা

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নারীদের ঋতুস্রাব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

লেখক
সম্মানিত শাইখ আল্লামা
মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন।

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আমরা নিজেদের অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের মন্দ কাজের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়েতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সঙ্গী-সাথী এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত নেক কাজে তাদেরকে

অনুসরণ করবে তাদের উপর।

অতঃপর, নিশ্চয়ই নারীদের (জরায়ু) থেকে নির্গত রক্ত তথা হায়েয, ইস্তেহাযা এবং নিফাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা স্পষ্ট করা, এর বিধানাবলি জানা এবং এ ব্যাপারে আলেমদের সঠিক বক্তব্য থেকে ভুলকে আলাদা করা আবশ্যক। আর (কোন মতামত) অগ্রগণ্য কোন মতামত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে যা বলা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করতে হবে।

১- কেননা এ দু'টি হল মৌলিক উৎস, যার উপর আল্লাহ তা'আলার বিধান নির্ভর করে। যার মাধ্যমেই স্বীয় বান্দাগণকে ইবাদতের নির্দেশ ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

২- আর কেননা কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করার মধ্যে রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা, মনের আনন্দ এবং দায়িত্ব নিষ্কৃতি।

৩- কেননা, কুরআন সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্যান্য কিছুর জন্য দলীল প্রয়োজন হয়, সেগুলো দিয়ে দলীল দেয়া যায় না।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ছাড়া অন্য কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে, অগ্রগণ্য মতে আহলুল ইলম সাহাবীগণের কথাও দলীল; তবে শর্ত হলো: কুরআন ও সুন্নাহতে এর বিপরীত কিছু না থাকা। তাছাড়া অন্য কোন সাহাবীর বক্তব্যের সাথে তা সাংঘর্ষিক না হওয়া।

যদি কুরআন ও সুন্নাহতে এমন কিছু থাকে যা সাহাবীদের বক্তব্য বিরোধী, তবে কুরআন ও সুন্নাহতে যা আছে তাই গ্রহণ করতে হবে। যদি তা অন্য কোন সাহাবীর বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে দু'টো মতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতটি গ্রহণ করতে হবে।

﴿...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটিই হলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সবচেয়ে কল্যাণকর ও সুন্দর পদ্ধতি।) [সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯] [আন-নিসা: ৫৯]

এটি হলো (নির্গত) রক্ত এবং এর বিধি-বিধান সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যাতে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: হায়েযের অর্থ এবং তাৎপর্য
দ্বিতীয় অধ্যায়: হায়েযের সময় ও স্থিতিকাল
তৃতীয় অধ্যায়: হায়েযের জরুরী অবস্থা
চতুর্থ অধ্যায়: হায়েয এর হুকুম
পঞ্চম অধ্যায়: ইস্তেহাযা এবং এর হুকুম
ষষ্ঠ অধ্যায়: নিফাস এবং এর হুকুম
সপ্তম অধ্যায়: হায়েয বন্ধ রাখা কিংবা চালু করা,

গর্ভনিরোধক কিংবা গর্ভপাত করার জন্য কিছু ব্যবহার করা।

প্রথম অধ্যায়: হায়েযের অর্থ এবং এর তাৎপর্য

আভিধানিক অর্থে হায়েয: কোন কিছুর প্রবাহিত হওয়া বা চলতে থাকাকে বুঝায়।

শরীয়তের পরিভাষায়: হায়েয হলো এমন রক্ত যা নির্ধারিত সময়ে কোন কারণ ছাড়াই প্রকৃতিগতভাবে মহিলাদের থেকে নির্গত হয়। ইহা প্রাকৃতিক রক্ত যার সাথে রোগ, ক্ষত, অকাল গর্ভপাত কিংবা সন্তান জন্মদানের সম্পর্ক নেই। যেহেতু ইহা প্রাকৃতিক রক্ত, তাই মহিলাদের অবস্থা, পরিবেশ এবং বায়ুমণ্ডল অনুসারে তা পরিবর্তিত হয়। তাই এ ব্যাপারে নারীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

হায়েযের তাৎপর্য: যেহেতু ভ্রূণটি তার মায়ের গর্ভে থাকে, তাই পেটের বাইরে থাকা কেউ যা দিয়ে পুষ্টি লাভ করে সে রকম কিছু দিয়ে ভ্রূণের পক্ষে পুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। তার প্রতি সবচেয়ে দয়ার্দ্র সৃষ্টিও তার জন্য সেখানে কোন খাদ্য পৌঁছাতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নারীর মধ্যে রক্তাক্ত স্রাব স্থাপন করেন, যা দিয়ে ভ্রূণ তার মাতৃগর্ভে ভক্ষণ এবং হজম ছাড়াই পুষ্টি লাভ করে থাকে। নাভির মাধ্যমে রক্ত শরীরে প্রবেশ করে এবং তা শিরায় মিশে যায়। অতঃপর এর দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। সর্বোত্তম কারিগর আল্লাহ মহিমাময়।

এই হল হায়েযের তাৎপর্য; এজন্যই নারী গর্ভবতী হলে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, কালেভদ্রে ও হায়েয হয় না। অনুরূপভাবে দুগ্ধবতী নারীরও হায়েয হওয়ার পরিমাণ খুবই কম, বিশেষ করে দুগ্ধদানের শুরুর দিকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হায়েযের সময় ও স্থিতিকাল

এই অধ্যায়ে দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে:

প্রথম বিষয়: যে বয়সে হায়েয হয়

দ্বিতীয় বিষয়: হায়েযের সময়সীমা

প্রথম বিষয় হলো: সাধারণত বারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত হায়েয হয়ে থাকে। কখনো কখনো নারীর অবস্থা, পরিবেশ এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে বারো বছরের আগে কিংবা পঞ্চাশ বছরের পরেও মাসিক হতে পারে।

হায়েয আসার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা আছে কি? যে বয়সের আগে কিংবা পরে (রক্ত) আসলে তাকে হায়েয না বলে কলুষিত রক্ত (ইস্তেহাযা) বলা হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ -এ সকল মতবিরোধ উল্লেখ করার পর- বলেন: আমি মনে করি এ সবই ভুল! কারণ এ সকল মতবিরোধের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো (রক্তের) উপস্থিতি। সুতরাং যে অবস্থায় আর যে বয়সেই (রক্তের) উপস্থিতি পাওয়া যাক না কেন, তাকে হায়েয হিসেবে ধরে নেয়া আবশ্যক। আর আল্লাহই ভালো

জানেন।[1]

আর ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন এটিই সঠিক অভিমত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর অভিমত ও এটিই। সুতরাং যখনই একজন নারী হায়েয দেখতে পায়, সেটা নয় বছর বয়সের কমেই হোক আর পঞ্চাশোর্ধ বয়সেই হোক, তা হায়েযই।[2] আর এটা এই কারণে; যেহেতু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েযের বিধি-বিধান সমূহকে (রক্তের) উপস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এর জন্য কোন বয়সসীমা নির্ধারিত করেননি। সুতরাং যার সাথে এর বিধানকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, সেই (রক্তের) উপস্থিতির দিকে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। নির্দিষ্ট বয়সের সাথে একে সীমাবদ্ধ করতে হলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীলের প্রয়োজন; অথচ এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: হায়েযের স্থিতিকাল অর্থাৎ সময়সীমা।

আলেমগণ এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ করেছেন। এতে তাদের ছয় সাতটা অভিমত পাওয়া যায়। ইবনে মুনজির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: একদল আলেম বলেন:

---

1 দারিমী রচিত ‘হায়েয বিষয়ে হতাশাগ্রস্তা নারীর হুকুম’, (পৃ: ১৭)।

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হায়েজ, পরিচ্ছেদ: ঋতুবতী নারী বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের সকল কাজ সম্পন্ন করবে, হাদীস নং (৩০৫); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, পরিচ্ছেদ: ইহরামের প্রকারভেদ বর্ণনা, হাদীস নং (১২১১)।

হায়েযের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময়কাল নির্ধারিত নেই।[1]

আমি বলি: এই উক্তিটি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ এর উক্তির মতই। আর এটিই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর অভিমত। এ অভিমতটিই বিশুদ্ধ। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতা এরই নির্দেশ করে।

এ মতের প্রথম দলীল:

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ...﴾

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"তারা আপনার কাছে হায়েয সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দিন এটা এক ধরনের অপরিচ্ছন্নতা, সুতরাং হায়েযের সময় নারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকো: তারা পবিত্র হওয়ার আগ-পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ো না।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২] [আল-বাকারাহ: ২২২] আয়াতে আল্লাহ তা'আলা "পবিত্রতাকে" নিষেধাজ্ঞার সীমা নির্ধারণ করেছেন। একদিন একরাত্রি, তিনদিন কিংবা পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়া নির্ধারণ করেননি। যা দিয়ে প্রমাণ হয় হুকুম প্রদানের কারণ হলো হায়েযের উপস্থিতি অনুপস্থিতিই। সুতরাং যখন

---

[1] সহীহ বুখারী: উমরা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী উমরার সওয়াব, হাদীস নং (১৬৬২); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: ইহরামের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা, হাদীস নং (১২১১)।

হায়েয হয়, তখন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন তা থেকে পবিত্র হয়, তখন তার হুকুম দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলীল: সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, উমরার ইহরাম অবস্থায় আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার হায়েয আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা’বার তাওয়াফ করবে না।” আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন: যখন কুরবানির দিন এলো, তখন তিনি পবিত্র হয়ে গেলেন। আল-হাদিস।

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرَتْ، فَأَفَاضَتْ.

«হাজীরা যা করে তুমিও তাই করতে থাক, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।» তিনি বলেন, অতঃপর কুরবানির দিন এলে তিনি পবিত্র হলেন এবং তাওয়াফে ইফাযা করলেন। হাদীস[1]

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

"অপেক্ষা কর। যখন পবিত্র হবে, তান‘ঈম চলে যাবে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞার প্রান্তসীমা পবিত্রতাকে নির্ধারণ করেছেন, নির্দিষ্ট সময়কে নয়। অতএব, এটাই প্রমাণ করে যে বিধানটি

---

[1] বিধান সংশ্লিষ্ট নাম বিষয়ক রিসালাহ (পৃ: ৩৫)।

হায়েযের উপস্থিতি অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত।

«انتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ».

“অপেক্ষা কর, যখন পবিত্র হবে, তখন তানঈমে বেরিয়ে যেও।”[1] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞার প্রান্তসীমা পবিত্রতাকে নির্ধারণ করেছেন, নির্দিষ্ট সময়কে নয়। অতএব, এটাই প্রমাণ করে যে বিধানটি হায়েযের উপস্থিতি অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত।

তৃতীয় দলীল: এই মাসয়ালায় সময়সীমা নির্ধারণ এবং (এ সংক্রান্ত) খুঁটিনাটি যা ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন তা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে জরুরি হওয়া সত্ত্বেও পাওয়া যায় না; অথচ তা বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। যদি বান্দাদের জন্য এটা (সময়সীমা এবং এ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি) বুঝা আবশ্যক হত এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে হত, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সালাত, সাওম, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং অন্যান্য বিধি-বিধানের গুরুত্বের কারণে সকলের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। যেমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সংখ্যা, এর সময়, রুকু ও সিজদার কথা স্পষ্ট করেছেন। অনুরূপভাবে যাকাত: এর অর্থ, প্রদানের হার, পরিমাণ

[1] প্রাগুক্ত (পৃষ্ঠা: ৩৬)।

এবং ব্যয়ের খাত। সাওম: এর স্থিতিকাল ও সময়। হজ্জ এবং এ ছাড়াও অন্যান্য বিধি-বিধান। এমনকি খাওয়া, পান, ঘুম, সহবাস, বসা, গৃহে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব, প্রয়োজন পূরণের আদব, এমনকি ইস্তিজমার তথা পাথর দ্বারা ময়লার স্থান পবিত্র করতে কতবার মুছতে হবে, এছাড়াও অন্যান্য সূক্ষ্ম ও বড় বিষয় যার মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে মুমিনদের উপর তার নি'আমত পূর্ণ করেছেন।

﴿...وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ...﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা।" [সূরা নাহল, আয়াত: ৮৯] [আন-নাহল : ৮৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

"এ-(কুরআন) কোনও বানোয়াট কথা নয়, এটি বরং এর-সামনে-টিকে-থাকা (সকল আসমানি কিতাবের) অংশকে সত্যায়ন করে, সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১]

﴿...مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾

"...এটা কোনো বানানো রচনা নয়। বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ..." [ইউসূফ : ১১১]

যেহেতু এ সময়সীমা নির্ধারণ এবং (এ সংক্রান্ত)

খুঁটিনাটি আল্লাহ তা'আলার কিতাব কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ তে পাওয়া যায় না, তাই এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে এর উপর নির্ভর করা যাবে না, বরং নির্ভর করতে হবে হায়েয নামের উপর; কেননা এর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সাথে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত। আর এই দলিল - (তেথা: কুরআন-সুন্নাহ তে হুকুম উল্লেখ না করাই প্রমাণ যে, এর সময় অনির্ধারিত। এই মাসয়ালাটি এবং অন্যান্য শরয়ী মাসায়েল আপনাকে উপকৃত করবে যে, আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অথবা সুপরিচিত ইজমা বা বিশুদ্ধ কিয়াস থেকে দলিল ব্যতীত শরিয়তের কোন বিধান বা হুকুম সাব্যস্ত হয় না। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় একটি মূলনীতিতে বলেছেন:

এর মধ্যে রয়েছে হায়েয নামটি, কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অসংখ্য বিধান সংযুক্ত করেছেন। না হায়েযের সর্বনিম্ন কিংবা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছেন, না দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময়সীমা তুলে ধরেছেন অথচ বিষয়টি সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ভাষাগত দিক দিয়ে পরিমাণ থেকে পরিমাণে কোন পার্থক্য নেই। তারপরও যে এ ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করেছে, সেই কুরআন সুন্নাহর বিরোধিতা করল।[1]

---

[1] প্রাগুক্ত (পৃষ্ঠা: ৩৮)।

চতুর্থ দলীল: কিয়াস অর্থাৎ বহুল প্রচলিত বিশুদ্ধ কিয়াস; আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা কষ্ট হওয়াকে হায়েযের তা'লীল (কারণ বর্ণনা) করেছেন। অতএব যখনই হায়েয হয় তখনই কষ্ট থাকে। না পার্থক্য আছে দ্বিতীয় দিন এবং প্রথম দিনের মধ্যে, আর না আছে চতুর্থ এবং তৃতীয় দিনের মধ্যে। ষোড়শ আর পঞ্চদশ দিবসের মাঝে পার্থক্য নেই, পার্থক্য নেই অষ্টাদশ এবং সপ্তদশ দিবসের মাঝেও। হায়েয হায়েযই, আর কষ্টও কষ্টই। উভয় দিনেই ইল্লত (কারণ) তথা কষ্ট বিদ্যমান। সুতরাং উভয় দিনের ইল্লত সমান হওয়া সত্ত্বেও হুকুমের মাঝে পার্থক্য করা কি করে সঠিক হবে ? এটা কি বিশুদ্ধ কিয়াসের বিপরীত নয়? ইল্লতের সামঞ্জস্যতার কারণে উভয় দিনের হুকুম সমান হওয়াই কি বিশুদ্ধ কিয়াস নয়?

পঞ্চম দলীল:

যারা এটি নির্দিষ্ট করে তাদের বক্তব্যের পার্থক্য এবং বিভ্রান্তি ইঙ্গিত করে যে, এই বিষয়ে এমন কোন দলীল নেই যার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। বরং এটি ইজতেহাদি হুকুম যা ভুল-সঠিক উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। একটির অনুসরণ অন্যটি থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। আর মতবিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

অতএব, যখন স্পষ্ট হলো যে: হায়েযের সর্বনিম্ন কিংবা সর্বোচ্চ সময়সীমা নেই, এই মতটিই শক্তিশালী এবং অগ্রগণ্য, তখন জেনে রাখুন একজন মহিলা

আঘাত বা অনুরূপ কারণ ব্যতিরেকে যখনই প্রাকৃতিক রক্ত দেখবে সেটাই হায়েযের রক্ত, এ ক্ষেত্রে সময় কিংবা বয়স নির্ধারণ করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি কোন মহিলার অনবরত রক্ত নির্গত হয়, যা কখনো বন্ধ হয় না অথবা অল্প সময় তথা এক দুই দিনের জন্য বন্ধ হয় তাহলে সেটা ইস্তেহাযা হিসেবে পরিগণিত হবে। ইস্তেহাযা এবং এর বিধি-বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে ইনশাল্লাহ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মূলনীতি হল রেহেম বা জরায়ু থেকে যা কিছু বের হয় তা হায়েয; যতক্ষণ না প্রমাণ হয় তা ইস্তেহাযা।[1]

তিনি আরো বলেন: যে রক্ত নির্গত হয় তা হল হায়েয, যদি না জানা যায় যে তা শিরা বা ক্ষত থেকে (নির্গত) রক্ত।[2]

এই মতটি দলীলের দিক থেকে যেমন অগ্রগণ্য, বুঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী। সময়সীমা নির্ধারণকারীগণ যা বলেছেন তার চেয়ে বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ অধিক সহজতর। আর এ কারণেই মতটি অধিকতর গ্রহণ উপযোগী; কেননা তা ইসলাম ধর্মের প্রাণ এবং এর মূলনীতি সহজতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

1 সহীহ বুখারী, ঈমান পর্ব, অধ্যায়: দ্বীন সহজ, হাদীস নং (৩৯), আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব (মানাকিব), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, হাদীস নং: ৩৫৬০। সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাপ থেকে দূরে থাকা, হাদীস নং: ৭৭/২৩২৭।

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আর দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কোনও সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক, (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, এবং সুসংবাদ নাও।" (এটি সহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন)

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا».

"নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর এবং এর নিকটবর্তী থাক, আর আশান্বিত থাক।" সহীহ বুখারী।[1]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র ছিল:

"যখনই তাকে (আল্লাহ্‌র নিকট থেকে) দু'টো কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হত, তখন তিনি দু'টোর সহজটি বেছে নিতেন, যদি না সেটা

[1] মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩৮/১৯-২৩৯)।

গুনাহর কাজ হত।"

«أَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا».

"তাকে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি সহজতরটিই বেছে নিতেন, যদি তা গুনাহ না হতো।"[1]

গর্ভবতী নারীর হায়েয:

প্রায় সকল নারীই গর্ভবতী হলে রক্ত (হায়েয) বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "মহিলারা রক্ত (হায়েয) বন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই গর্ভাবস্থা জানেন।" সুতরাং যদি গর্ভবতী মহিলা রক্ত দেখে এবং তা সন্তান প্রসবের অল্প সময় তথা দুই বা তিন দিন পূর্বে হয়, সাথে প্রসব বেদনা থাকে তাহলে তা নিফাস।[2]

সুতরাং যদি গর্ভবতী মহিলা রক্ত দেখে এবং তা সন্তান প্রসবের অল্প সময় তথা দুই বা তিন দিন পূর্বে হয়, সাথে প্রসব বেদনা থাকে তাহলে তা নিফাস। আর যদি সন্তান প্রসবের অনেক পূর্বে (রক্ত নির্গত) হয়, কিংবা প্রসবের অল্প সময় পূর্বে, কিন্তু প্রসব বেদনা না থাকে, তবে তা নিফাস নয়। কিন্তু এটা কি হায়েয, যার জন্য হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হবে? নাকি এটা ভ্রষ্ট রক্ত, যার ওপর হায়েযের হুকুম দেয়া যাবে না?

এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আর বিশুদ্ধ অভিমত হল, সচরাচর হায়েযের অভ্যাস

---

[1] আল-আওসাত (৩৫৬/২)।

[2] দেখুন: আল-মুগনী (৪০৫/১)।

অনুযায়ী হলে সেটা হায়েযই; কেননা মূলনীতি হল একজন মহিলার থেকে যে রক্ত নির্গত হয় সেটা হায়েয, যদি না এমন কোন কারণ থাকে যা তাকে হায়েয হতে বাধা দেয়। গর্ভবতী নারীর হায়েয হবেনা, এমন কিছু কুরআন ও সুন্নাহতে নেই।

এটি মালেক এবং শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি "ইখতিয়ারাত" কিতাবে (পৃ:৩০) বলেন: বায়হাকি এটিকে ইমাম আহমদ রহ. এর সূত্র বর্ণনা করেছেন। বরং বলা হয় তিনি এ মতের দিকে ফিরে এসেছেন।[12]

আর, এজন্যই দুটি মাসয়ালা ব্যতীত গর্ভবতী মহিলার হায়েয অবস্থার বিধি-বিধান অ-গর্ভবতী মহিলার হায়েয অবস্থার মতোই:

প্রথম মাসয়ালা: তালাক। গর্ভবতী নয়, যাকে হায়েয অবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হয়, এমন কাউকে তালাক দেয়া হারাম। তবে গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে তা হারাম নয়। কারণ গর্ভবতী নয় এমন কাউকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া মহান আল্লাহর বাণীর পরিপন্থী:

﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

{তাদের পরিচ্ছন্নতার সময় সহবাস না করে তালাক

---

1 ইখতিলাফুল ফুকাহা, মারওয়াযী (পৃষ্ঠা: ১৯৩), "আল-আওসাত" (২/২৩৯)।

2 আল-মুদাওওয়ানাহ (১/১৫৫), আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত (১/১৩৬)।

দিবে} [সূরা তালাক, আয়াত: ১] [আত-তালাক : ১]‹ পক্ষান্তরে গর্ভবতী মহিলাকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে (আল্লাহর বাণীর) পরিপন্থি হবে না। কেননা; যে ব্যক্তি গর্ভবতী মহিলাকে তালাক দেয়, সে তার ইদ্দত অনুসারেই তালাক দেয়। হোক সে হায়েয অবস্থায় কিংবা পবিত্রাবস্থায়। কেননা; তার ইদ্দত হলো গর্ভাবস্থা। তাই সহবাসের পর তাকে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম নয়; কিন্তু গর্ভহীন নারী হলে হারাম।

দ্বিতীয় মাসয়ালা: হায়েযের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীর ইদ্দত শেষ হয়না। পক্ষান্তরে অন্যান্য নারীদের ইদ্দত শেষ হয়। কারণ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত (গর্ভের) সন্তান প্রসব করা ব্যতীত শেষ হয় না। চাই হায়েয হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{আর গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত।} [সূরা তালাক, আয়াত: ৪]

﴿...وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾

"...আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [আত-তালাক : ৪]

তৃতীয় অধ্যায়: হায়েযের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা

হায়েযের জরুরী অবস্থার ধরনসমূহ:

প্রথম প্রকার: (মুদ্দত) বেশী বা কম হওয়া। যেমন: মহিলার অভ্যাস হলো ছয় দিন, এমতাবস্থায় সাত দিন রক্ত চলমান থাকা। অথবা অভ্যাস হলো সাতদিন, সে

ক্ষেত্রে ছয় দিনে পবিত্র হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: আগে-পরে হওয়া। যেমন কারো অভ্যাস হলো মাস শেষে হওয়া, কিন্তু সে মাসের প্রথমেই হায়েয দেখতে পেল। অথবা কারো অভ্যাস হলো মাসের প্রথমে হওয়া, কিন্তু সে মাসের শেষে হায়েয দেখতে পেল।

এই দুই প্রকারের হুকুম নিয়েই আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো: যখনি রক্ত দেখবে সেটাই হায়েয, আর যখনি পরিচ্ছন্ন হবে সেটাই পবিত্রতা, চাই তা অভ্যাস থেকে কম হোক বা বেশি হোক কিংবা আগে পরে হোক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এর দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শরীয়ত প্রণেতা হায়েয সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে এর উপস্থিতির শর্তযুক্ত করেছেন।

আর এটিই শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। "আল-মুগনি" গ্রন্থকার (ইবনে কুদামা) এ মতটিকে সুদৃঢ় এবং সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন: ‘যদি অভ্যাসই বিবেচ্য হত, যেমনটি মাযহাবে উল্লিখিত হয়েছে, তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন, তার বর্ণনাতে বিলম্ব করার কোন সুযোগ নাই।’[1][2] যেহেতু (প্রয়োজনের) সময় (হুকুম) বর্ণনা করতে বিলম্ব করা

---

1 মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২৩৮-২৩৯)।

2 [আল-উম্ম : ১/৮২]

জায়েজ নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাগণ এ ব্যাপারে বর্ণনার মুখাপেক্ষী ছিলেন। সুতরাং এর বর্ণানায় তিনি অসতর্ক হতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেহাযা সমস্যায় ভুগছেন এমন মহিলা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে অভ্যাসের উল্লেখ বা বর্ণনা করেননি।[1]

তৃতীয় প্রকার: হলুদ কিংবা মেটো অর্থাৎ এমন রক্ত দেখা যা ক্ষত (স্থানের) পানির ন্যায় হলুদ অথবা হলুদ ও কালোর মাঝামাঝি মেটো রঙের। যদি তা হায়েযের মাঝখানে হয়, অথবা হায়েযের সাথে মিলিয়ে পবিত্রতার পূর্বে আসে তাহলে তা হায়েয, তার জন্য হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত করব। আর যদি তা পবিত্রতার পরে হয়, তাহলে তা হায়েয নয়। কেননা উম্মে আতিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা বলেন:

"হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর হলুদ ও মেটো রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়িয হিসাবে) গণনা করতাম না।"

[আবু দাউদ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন] আবু দাউদ, হাদিসটির সনদ সহীহ[2], "পবিত্রতার পর" (উম্মে আতিয়্যাহর) এ কথাটি ছাড়া হাদীসটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তারজামাতুল বাব (অধ্যায়ের নাম) এনেছেন: হায়েযের দিন

---

1 আল-মুগনি (১/৩৯৬)

2 আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস (৩০৭)।

ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনে হলুদ এবং মেটে (রঙের রক্ত) নির্গত হওয়া।[1]

"ফাতহুল বারী" (গ্রন্থকার) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "এটি পূর্বোল্লিখিত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার হাদীস: "যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদা স্রাব দেখতে পাও।" এবং অত্র পরিচ্ছেদে উল্লিখিত উম্মে আতিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার হাদীসটি হায়েযের দিনগুলোতে হলুদ বা মেটো রঙের রক্ত নির্গত হলে প্রযোজ্য, পক্ষান্তরে (হায়েযের দিন ছাড়া) অন্যান্য দিনে উম্মে আতিয়্যাহর হাদীস প্রযোজ্য।"[2]

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার যে হাদীসটি তিনি উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী রহ. তা এই অধ্যায়ের পূর্বে তা'লিকাত হিসাবে সুদৃঢ় করার জন্য তুলে করেছেন। নারীরা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে ন্যাকড়ার থলেটি পাঠাত; যে ন্যাকড়াতে হলদেটে পানি থাকত। তখন তিনি বলতেন:

তোমরা তাড়াহুড়া করো না; যতক্ষণ পর্যন্ত না "কাসসাতুল বায়দা" দেখতে পাও।[3] “তোমরা সাদা স্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করো না।”[4]

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হায়েজ, পরিচ্ছেদ: হায়েযের দিনগুলো ছাড়া হলুদ ও ঘোলাটে স্রাব, হাদীস নং (৩২৬)।

[2] ফাতহুল বারী (১/৪২৬)।

[3] সহীহুল বুখারী (১/ ৭১)।

[4] বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হায়েজ, অনুচ্ছেদ: হায়েজের শুরু ও শেষ, হাদীস (৩২০)-এর পূর্বে।

আর "কাসসাতুল বায়দা" হল হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে জরায়ু থেকে নির্গত সাদা পানি (স্রাব)।

চতুর্থ প্রকার: হায়েযে বিচ্ছিন্নতা। যেমন: একদিন রক্ত দেখতে পেল তো পরদিন পরিচ্ছন্নতা দেখতে পেল, ইত্যাদি। এর দুই অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: যদি সর্বদাই মহিলার এ অবস্থা হয়, তবে এটি ইস্তিহাযার রক্ত। যার এমনটি হবে, তার জন্য মুস্তাহাযার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: মহিলার এ অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন হয় না, বরং কিছু সময় এরকম হয়। আর তার রয়েছে প্রকৃত পবিত্রতার একটা সময়। এ ক্ষেত্রে তার এই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। এটা কি পবিত্রতাবস্থা ধরা হবে নাকি এর উপর হায়েযের হুকুম প্রযোজ্য হবে?

শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতামতের অধিক বিশুদ্ধ মতে এর উপর হায়েযের হুকুম প্রযোজ্য হবে, এটি হায়েয। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং "আল-ফায়েক" গ্রন্থকার এই মতটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এটিই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।[1][2][3] আর এটা এ কারণেই যে, সেখানে সাদা স্রাব দেখতে পায়নি; কেননা যদি সেটাকে পবিত্রতা ধরা হয় তাহলে তার পূর্বেও হায়েয হবে, পরেও হায়েয হবে, যা কেউই বলেননি;

---

1 আল-আসল (২/১৯-২০)

2 "আল-ইনসাফ"-এ তাদের থেকে নকল করা হয়েছে।

3 দেখুন: আল-উম্ম (১/৮৩-৮৪)।

আর এমনটি ধরা হলে পাঁচ দিনেই হায়েয দিয়ে (তালাকের) ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ ছাড়াও যদি এটা পবিত্র অবস্থা ধরা হয়, তাহলে প্রতি দুই দিন অন্তর গোসল ও অন্যান্য কাজের কারণে তিনি বিব্রত ও কষ্ট ভোগ করবেন। আর এই শরীয়তে কোন বিব্রতকর অবস্থা নেই, আলহামদুলিল্লাহ।

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী রক্ত (নির্গত হলে তা) হায়েয এবং স্বচ্ছতা (দেখলে তা) পবিত্রতা, যদি না উভয়ের সমষ্টি হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে। আর সে ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রান্ত দিনগুলো ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।[1]

"আল-মুগনি" তে বলা হয়েছে: "নিফাসের ক্ষেত্রে আমরা বর্ণনা তুলে ধরেছি যে, এক দিনের কম সময়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না, তার আলোকে বলা যায় একদিনের ও কম সময় রক্ত বন্ধ থাকলে তা পবিত্রতা নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত -ইনশাআল্লাহ-; কেননা রক্ত এক সময় প্রবাহিত হবে তো অন্য সময় বন্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি কিছু সময় পর কিছু সময়ের জন্য পবিত্র হয় তার উপর গোসল ওয়াজিব করা কষ্টকর ব্যাপার, যা হবার নয়।

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ...﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:
{আর দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কোনও

[1] আল-মুগনি (১/২২৬)।

সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।} [সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭৮] [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] "আল-মুগনি" তে বলা হয়েছে: "সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, এক দিনের কম সময় রক্ত বন্ধ থাকলে তা পবিত্রতা নয়। তবে যদি তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তার বন্ধ হওয়াটা তার সর্বশেষ অভ্যাস অনুযায়ী হয়েছে বা সাদা স্রাব দেখা গেছে।[1]

সুতরাং আল-মুগনি গ্রন্থকারের বক্তব্য দুটি মতের মাঝামাঝি। আর মহান আল্লাহই ভাল জানেন কোনটি সঠিক।

পঞ্চম প্রকার: রক্তে শুষ্কতা, (অবস্থা) এমন যে মহিলা শুধু আর্দ্রতা দেখতে পায়, যদি তা হায়েযের সময় ঘটে কিংবা পবিত্রতার পূর্বে হায়েযের সাথে মিলানো থাকে তবে তা হায়েয। আর যদি তা পবিত্র হওয়ার পরে হয় তাহলে তা হায়েয নয়; কেননা এই আদ্রতার চূড়ান্ত অবস্থা হল তা হলদেটে অথবা মেটে (রক্তের সাথে) মিলিত হবে, আর এটাই (হায়েয) এর হুকুম।

চতুর্থ অধ্যায়: হায়েযের হুকুম

হায়েযের অনেকগুলো হুকুম আছে, বিশটিরও বেশি। এর মধ্যে আমরা যেগুলোকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি সেগুলো উল্লেখ করব। এর মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: সালাত: হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য ফরয বা

[1] আল-মুগনি (১/২৫৭)।

নফল সালাত আদায় করা হারাম, তার সালাত শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে তার উপর সালাত ফরযও নয়; যদি না সে সালাতের সময় থেকে পূর্ণ এক রাকাত আদায় করতে পারে পরিমাণ সময় পায়, হোক তা প্রথম ওয়াক্তে কিংবা শেষ ওয়াক্তে, সে ক্ষেত্রে তার উপর সালাত আদায় করা ফরয।

প্রথম ওয়াক্তের উদাহরণ: একজন নারী সূর্যাস্তের পর এক রাকাত (সালাত আদায় করতে পারে) পরিমাণ সময়ের পর হায়েযগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার উপর আবশ্যক হল, সে যখন পবিত্র হবে, তখন মাগরিবের সালাত কাজা করে নিবে; কেননা সে হায়েয আসার পূর্বে এক রাকাত (আদায় করতে পারে) পরিমাণ সময় পেয়েছে।

শেষ ওয়াক্তের উদাহরণ হলো: একজন নারী সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাত (সালাত আদায় করতে পারে) পরিমাণ সময়ের পূর্বে পবিত্র হল। এ ক্ষেত্রে তার উপর আবশ্যক হলো যখন পবিত্র হবে ফজরের সালাত কাজা করে নিবে; কেননা সে এর নির্ধারিত সময়ের একটা অংশ পেয়েছে, যে সময়ে এক রাকাত সালাত আদায় করার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু হায়েযগ্রস্ত নারী যদি এত (অল্প) সময় পায়, যা পুরো এক রাকাত আদায় করার জন্য যথেষ্ট নয়, যেমন: প্রথম উদাহরণে সূর্যাস্তের ক্ষণিক পরেই হায়েয শুরু হলো, দ্বিতীয় উদাহরণে সূর্যোদয়ের ক্ষণিক পূর্বেই পবিত্র হল, তাহলে তার উপর সালাত আদায় করা ফরয

নয়; কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

"কেউ যদি কোন সালাতের এক রাক'আত পেয়ে যায়, সে উক্ত সালাত পেয়ে গেল।" (বুখারী ও মুসলিম)। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[1] সুতরাং হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি এক রাকাতের কম পেল, সে সালাত পেল না।

আর যদি সে আসরের সালাতের সময় এক রাকাত (পরিমাণ) পায়, তাহলে কি তার উপর আসর সালাতের সাথে যুহরের সালাত আদায় করা ফরয? অথবা যদি এশার সালাতের সময় এক রাকাত (পরিমাণ) পায়, তাহলে কি তার উপর এশার সালাতের সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করা ফরয?

এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হল, যে সালাতের ওয়াক্ত সে পেয়েছে অর্থাৎ শুধু আসর ও এশা, এ ছাড়া অন্য কোন সালাত তার উপর ফরয নয়।

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[1] বুখারী, কিতাব: মাওয়াকিতুস সালাত, হাদীস (৫৮০), মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, হাদীস (৬০৭), আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত।

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।" (বুখারী ও মুসলিম) মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[1] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি: সে যুহর এবং আসরের সালাত পেল।

এবং এটাও উল্লেখ করেননি যে, তার উপর যোহরের সালাত ফরয। আর আসল বা মূল হল দায়িত্ব মুক্ততা। এটি আবু হানিফা এবং মালেকের অভিমত, যা শরহুল মুহাযযাব" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।[2]

অপরদিকে যিকির, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ বা আলহামদুলিল্লাহ (পাঠ করা), খাবার এবং অন্যান্য কাজের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা, হাদিস এবং ফিকহ পড়া, দোয়া করা, (দোয়া শেষে) আমীন বলা, কুরআন শোনা, এসবের কিছুই তার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ».

বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে:

"আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার হায়িয অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

1 বুখারী, কিতাব: মাওয়াকিতুস সালাত, হাদীস (৫৭৯); মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস (৬০৮), আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত।

2 আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব (৩/৭০)।

কুরআন পাঠ করতেন।"[1]

বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে: উম্মে আতিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন:

«يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ -يَعْنِي: إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ- وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».

"কিশোরী, যুবতী এবং হায়েযগ্রস্ত নারীগণ যেন দুই ঈদের সালাতে বের হয়। তারা যেন কল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হয়। আর হায়েযগ্রস্ত নারীগণ যেন সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।"[2]

আর হায়েযগ্রস্ত নারীর নিজে কুরআন পাঠ: যদি জিহ্বা দিয়ে কথা না বলে, তা চোখ দিয়ে দেখে বা অন্তর দিয়ে চিন্তা করে, তাতে কোন দোষ নেই। যেমন: মুসহাফ বা (কুরআন লিখা) ফলক রাখবে, অতঃপর আয়াতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তা পড়বে .... ইমাম

---

[1] সহীহ বুখারী: হায়িয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে পুরুষের কুরআন পাঠ, হাদীস নং (২৯৭); সহীহ মুসলিম: হায়িয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে হেলান দিয়ে পুরুষের কুরআন পাঠ, হাদীস নং (৩০১); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: হায়েযগ্রস্তা নারীদের দুই ঈদে ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত হওয়া এবং সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকা, হাদীস নং (৩২৪); এবং সহীহ মুসলিম: দুই ঈদের সালাত বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে নারীদের দুই ঈদে ঈদগাহে যাওয়া ও খুতবা শোনা জায়েয, হাদীস নং (৮৯০)।

নববী "শরহুল মুহাযযাব" গ্রন্থে বলেন: "এটি মতবিরোধ ছাড়াই জায়েয।" কিন্তু যদি তা মৌখিকভাবে তিলাওয়াত করা হয়, তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে তা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয।[1]

কিন্তু যদি তা মৌখিকভাবে তিলাওয়াত করা হয়, তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে তা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয। ইমাম বুখারী, ইবনে জারীর তাবারি, এবং ইবনুল মুনযির রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন: "এটা জায়েয।"[234]

বলা হয় ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (র:) এর পুরানো অভিমত ও এটি। "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে তাদের অভিমত তুলে ধরেছেন। ইমাম বুখারী তা'লিক হিসাবে ইব্রাহিম নাখয়ী থেকে উল্লেখ করেন: এক আয়াত পাঠে সমস্যা নেই।[56]

ইমাম বুখারী মুআল্লাক সূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ী থেকে উল্লেখ করেন: এক আয়াত পাঠে সমস্যা নেই।[7]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইবনে কাসিম কর্তৃক সংগৃহীত ফতোয়ায় বলেছেন: তাকে

---

1 আল-মাজমু (২/৩৫৭)

2 আল-আওসাত (২/২২৩)।

3 ফাতহুল বারী (১/৪০৮)

4 দেখুন সহীহ বুখারী: অধ্যায়: হায়েজ, অনুচ্ছেদ: ঋতুবতী নারী বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্য সব কাজ সম্পন্ন করবে, এবং ফাতহুল বারী (১/৪০৭-৪০৮)।

5 ফাতহুল বারী (১/৪০৮)

6 আল-মাজমু (২/৩৫৬)।

7 সহীহ বুখারী: হায়েজ পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী নারী বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের সকল কাজ সম্পন্ন করবে, হাদীস নং (৩০৫)-এর পূর্বে।

কুরআন থেকে বিরত রাখার (পক্ষে) আদতে কোন সুন্নাহ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা) নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "হায়েযগ্রস্ত নারী ও নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করবে না।" হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এটি দুর্বল হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীগণ হায়েযগ্রস্ত হতো। যদি সালাতের মত কুরআন পড়া তাদের জন্য হারাম হতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে তা শিখাতেন, আর এটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত।

«لا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ».

"হায়েযগ্রস্ত নারী ও জুনুবী ব্যক্তি কুরআনের কিছুই তেলাওয়াত করবে না।"[1] মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসটি দুর্বল।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীগণ হায়েযগ্রস্ত হতো। যদি সালাতের মত কুরআন পড়া তাদের জন্য হারাম হতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন।

---

[1] তিরমিযী, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী নারী কুরআন পড়বে না, হাদীস নং (১৩১)।

[2] দেখুন: ইমাম তিরমিযীর আল-ইলাল (৬৯/ তারতীবুহু), ইমাম বাইহাকীর আস-সুনানুল কুবরা (১/৩০৯), ইবনু আব্দিল হকের আল-আহকামুশ শার'ইয়্যাহ (১/৫০৪) এবং ইমাম যাইলায়ীর নাসবুর রায়াহ (১/১৯৫)।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে তা শিখাতেন, আর এটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব, যেহেতু কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন নিষেধ বর্ণনা করেননি, সেহেতু তিনি নিষেধ করেননি জেনেও তা হারাম করা জায়েয নয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অসংখ্য হায়েযগ্রস্ত নারী থাকা সত্ত্বেও তিনি কুরআন পড়তে নিষেধ করেননি, (সেহেতু) বুঝা যায় যে, এটা হারাম নয়।" (সমাপ্ত)।[1]

আলেমদের মতভেদ জানার পর এটাই বলা সমীচীন যে: একজন হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য মৌখিকভাবে কুরআন না পড়া উত্তম; যদি না প্রয়োজন হয়। যেমন: শিক্ষিকা হিসাবে ছাত্রীদেরকে মাশক করাতে হয়, অথবা শিক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষার সময় পরীক্ষার জন্য পড়তে হয়, বা এরকম কিছু।

দ্বিতীয়ত: সিয়াম: হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য সিয়াম পালন করা হারাম, হোক তা ফরয কিংবা নফল, কোনটাই শুদ্ধ হবেনা। তবে ফরয সিয়াম কাযা করা তার উপর আবশ্যক; কেননা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস:

"كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تَعْنِي: الْحَيْضَ- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে

[1] মাজমুউল ফাতাওয়া (২৬/১৯১)।

আমাদের হায়েয হত। আমরা (তার তরফ থেকে) সাওম কাযা করতে আদিষ্ট হতাম, সালাত কাযা করতে আদিষ্ট হতাম না।” মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।[1]

আর সিয়াম পালন অবস্থায় যদি হায়েয হয়, তবে তার সিয়াম বাতিল হয়ে যাবে, যদিও তা সূর্যাস্তের এক মুহূর্ত আগে হয়। ফরয সিয়াম হলে (পরবর্তীতে) অবশ্যই ঐ দিনের কাযা করতে হবে। যদি সে অনুভব করে যে সূর্যাস্তের পূর্বেই তার হায়েয শুরু হয়েছে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর ছাড়া (রক্ত) বের হয়নি, তাহলে বিশুদ্ধ মতে তার সাওম পূর্ণ হয়ে যাবে, বাতিল হবে না; কেননা পেটের অভ্যন্তরে রক্তের কোনো হুকুম নেই;

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: নারীর পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হলে কি তাকে গোসল করতে হবে?

قال: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ».

তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যদি পানি (বীর্য) দেখে।" তিনি হুকুমকে বীর্য দেখার উপর শর্ত করেছেন, (বীর্য) স্ব-স্থান থেকে সরে যাওয়া নয়। অনুরূপভাবে হায়েযের হুকুম (রক্ত) বের হতে দেখলেই সাব্যস্ত হবে, (রক্ত) স্ব-স্থান

---

[1] বুখারী, কিতাবুল হায়েয, পরিচ্ছেদ: ঋতুবতী নারী সালাত কাযা করবে না, হাদীস নং (৩২১); মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, পরিচ্ছেদ: ঋতুবতী নারীর উপর সালাত ব্যতীত সাওম কাযা করা ওয়াজিব, হাদীস নং (৩৩৫)। তবে হাদীসের শব্দাবলী মুসলিম হতে গৃহীত।

থেকে সরে যাওয়া নয়।[1] তিনি হুকুমকে বীর্য দেখার উপর শর্ত করেছেন, (বীর্য) স্ব-স্থান থেকে সরে যাওয়া নয়। অনুরূপভাবে হায়েযের হুকুম (রক্ত) বের হতে দেখলেই সাব্যস্ত হবে, (রক্ত) স্ব-স্থান থেকে সরে যাওয়া নয়।

হায়েয অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায়, তবে সে দিনের সিয়াম সহীহ হবে না; যদিও সে ফজরের এক মুহূর্ত পরে পবিত্র হয়ে যায়।

আর যদি সে ফজরের আগে আগে পবিত্র হয় অতঃপর সিয়াম রাখে, তবে তার সিয়াম সহীহ; যদিও সে ফজরের পর গোসল করে, ঐ অপবিত্র ব্যক্তির মত, যে অপবিত্র অবস্থায় সিয়ামের নিয়ত করে এবং ফজরের পর গোসল করে। তার সিয়াম সহীহ। কেননা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষ নয়; (বরং) সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় সকাল (সুবহে সাদিক) করতেন, অতঃপর তিনি রমজানের সিয়াম রাখতেন। [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি]

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ".

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের

---

[1] সহীহ বুখারী: ইলম সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: ইলম অর্জনে লজ্জা, হাদীস নং (১৩০); এবং সহীহ মুসলিম: হায়িয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নারীর উপর গোসল আবশ্যক হওয়া..., হাদীস নং (৩১৩)।

কারণে (স্বপ্নদোষে নয়) অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন, অতঃপর তিনি রমজানের সিয়াম রাখতেন। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।[1]

তৃতীয় হুকুম: বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা: তার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা হারাম, হোক তা ফরয কিংবা নফল (তাওয়াফ), কোনটাই শুদ্ধ হবেনা। পক্ষান্তরে বাকি কাজগুলো যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করা, আরাফায় অবস্থান করা, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রিযাপন করা, পাথর নিক্ষেপ করা এবং হজ ও ওমরাহর অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করা তার জন্য হারাম নয়। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হায়েযগ্রস্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

"পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও।"

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

"হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করো, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করো না।"[2]

---

[1] সহীহ বুখারী: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: সাওম পালনকারীর গোসল প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৯৩১); এবং সহীহ মুসলিম: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: জুনুবী অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে সিয়ামের বৈধতা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১১০৯)।

[2] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হায়েয, পরিচ্ছেদ: ঋতুবতী নারী বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের অন্য সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করবে, হাদীস নং

আর এ জন্যই পবিত্র থাকা অবস্থায় কোন নারী যদি তাওয়াফ করে, আর তাওয়াফের পরপরই অথবা সাঈ করার সময় হায়েযগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই।

চতুর্থ হুকুম: তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ রহিত করা হয়েছে: নারী হজ্জ ও ওমরাহর কার্যক্রম সম্পন্ন করে, অতঃপর দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি হায়েযগ্রস্ত হয় এবং (দেশের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে, তাহলে সে বিদায়ী তাওয়াফ না করেই বের হবে। কেননা ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন:

"লোকেদের আদেশ দেয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

"أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ".

“মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেনো তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লাহর (বিদায়ী) তাওয়াফ। তবে ঋতুবতী নারীর জন্য এ বিষয়ে শিথিল (মাফ) করা

---

(৩০৫); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, পরিচ্ছেদ: ইহরামের প্রকারভেদের বর্ণনা, হাদীস নং (১২১১)।

হয়েছে।” [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি]।[1]

হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য বিদায়ের সময় মসজিদুল হারামের দরজায় আসা এবং দু'আ করা মুস্তাহাব নয়; কারণ তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি, আর ইবাদত বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। বরং, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এর বিপরীত কিছু নির্দেশ করে।

«فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ».

“তাহলে বের হও।” মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদুল হারামের দরজায় যেতে নির্দেশ দেননি। যদি তা শরীয়াসম্মত হত তাহলে অবশ্যই তিনি তা বর্ণনা করতেন। তবে হজ্জ ও ওমরার তাওয়াফ তার উপর থেকে রহিত হবে না; বরং পবিত্র হলে তাওয়াফ করতে হবে।

পঞ্চম হুকুম: মসজিদে অবস্থান করাঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে অবস্থান করা হারাম। এমনকি ঈদের সালাত আদায়ের স্থানেও তার অবস্থান করা নিষিদ্ধ।

---

1 সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৭৫৫); এবং সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে ঋতুবতী নারীর জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়, হাদীস নং (১৩২৮)।

2 সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: তাওয়াফে ইফাযার পর কোনো নারী ঋতুবতী হলে, হাদীস নং (১৭৫৭); এবং সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (১২১১)।

কেননা উম্মে আতিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস: নিশ্চয়ই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

"যুবতী, পর্দানশীন ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে।"

উক্ত হাদীসে আছে:

"হায়েযগ্রস্ত নারীগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

«يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ».

যুবতী, পর্দানশীলা ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে। এতে রয়েছে:

«يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».

«হায়েযগ্রস্ত নারীগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে»। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।[1]

ষষ্ঠ হুকুম: সহবাস: তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা হারাম এবং তার জন্য তা করতে সুযোগ দেয়া হারাম।

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ

---

[1] সহীহ বুখারী: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: হায়েযগ্রস্তা নারীদের দুই ঈদে ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত হওয়া এবং সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকা, হাদীস নং (৩২৪); এবং সহীহ মুসলিম: দুই ঈদের সালাত বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নারীদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথক থেকে দুই ঈদে ঈদগাহে যাওয়া এবং খুতবায় উপস্থিত হওয়ার বৈধতা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৮৯০)।

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"তারা আপনার কাছে হায়েয সম্পর্কে জানতে চায়, আপনি বলে দিন এটা এক ধরনের অপরিচ্ছন্নতা। হায়েযের সময় নারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকো। পরিচ্ছন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে মিলিত হয়ো না।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২] [আল-বাকারাহ: ২২২] হায়েয বলতে যা বোঝায় তা হল হায়েযের সময় ও স্থান তথা লজ্জাস্থান। এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা সহবাস ছাড়া বাকি সব কিছুই কর।" (সহীহ মুসলিম);

«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».

"তোমরা সহবাস ছাড়া বাকি সব কিছুই কর।" অর্থাৎ: মিলন করা। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[1] আর ইজমা তথা মুসলমানদের ঐক্যমত হলো: হায়েয অবস্থায় লজ্জাস্থানে সহবাস করা হারাম।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে তার জন্য জায়েয নয় এই জঘন্য কাজ করবে, যার নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা প্রদান করেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং ইজমা তথা মুসলমানদের সর্বসম্মত

---

[1] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হায়েযগ্রস্ত নারীর স্বামীর মাথা ধৌত করা জায়েয- অনুচ্ছেদ (৩০২)।

সিদ্ধান্ত। অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে। ইমাম নববী "আল-মাজমু' শরহুল মুহাযযাব" গ্রন্থে (২/৩৭৪) বলেন: ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি এটি করল সে কবিরা গুনাহ করল।" আমাদের সহচর এবং অন্যরা বলেছেন: "যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্ত মহিলার সাথে সহবাস করাকে জায়েয মনে করবে তাকে কাফির হুকুম দেয়া হবে।" (ইমাম নববীর কথা সমাপ্ত)

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা যে, সহবাস ব্যতিরেকে তার জন্য এমন কিছু বৈধ করা হয়েছে যা তার উত্তেজনা প্রশমিত করবে। যেমন: চুম্বন, আলিঙ্গন এবং গোপনাঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে মজা-মাস্তি করা। তবে উত্তম হলো (এই সময়ে) নাভী থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী অঙ্গে আবরণ ছাড়া স্পর্শ না করা। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইযার (লুঙ্গি বিশেষ) পরতে বলতেন, আমি তাই করতাম। অতঃপর তিনি আমার সাথে হায়েয অবস্থায় (যৌন মিলন ব্যতীত) প্রেমময় আলিঙ্গন করতেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ".

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইযার পরতে বলতেন, আমি তাই করতাম, অতঃপর তিনি

আমার সাথে হায়েয অবস্থায় প্রেমময় আলিঙ্গন করতেন।" মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।[1]

কেননা হায়েয অবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয় তবে সে (সরাসরি) ইদ্দত পাবে না, যেহেতু যে হায়েয চলাকালীন তাকে তালাক দেয়া হয়েছে তা ইদ্দতের অংশ হিসেবে গণ্য নয়। আবার যদি পবিত্রাবস্থায় সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়, তাহলে সে যে ইদ্দত পাবে তা অজ্ঞাত। যেহেতু সে জানেনা, এই সহবাসের ফলে সে কি গর্ভবতী হয়েছে? যার ফলে সে গর্ভবতীর ইদ্দত পালন করবে? নাকি গর্ভবতী হয়নি ? যার ফলে হায়েযের দ্বারা ইদ্দত পালন করবে? অতএব, যখন তিনি ইদ্দতের ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত নন; তখন বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ।

সপ্তম হুকুম: তালাক: হায়েয চলাকালীন সময়ে কোন নারীকে তালাক দেয়া স্বামীর জন্য হারাম।

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন নারীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদের পরিচ্ছন্নতার সময় সহবাস না করে তালাক দিবে} [তালাক: ১] [আত-তালাক : ১] অর্থাৎ এমন অবস্থায় (তালাক দেয়া) যাতে

---

[1] সহীহ বুখারী: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা, হাদীস নং (৩০১); সহীহ মুসলিম: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কাপড়ের উপর দিয়ে মেলামেশা, হাদীস নং (২৯৩)।

তালাক প্রদানের সময় থেকে তারা একটি পরিচিত ইদ্দত পেয়ে যায়। আর এটি গর্ভবতী কিংবা যে পবিত্র অবস্থায় সহবাস করা হয়নি এমন অবস্থায় তালাক দেয়া ছাড়া সম্ভব নয়।

সুতরাং হায়েযগ্রস্ত নারীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া পূর্বের আয়াত অনুযায়ী হারাম। কেননা, বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস:

তিনি তাঁর হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমার রাদিআল্লাহু আনহু তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন এবং বললেনঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দেয়। এরপর হায়েযগ্রস্ত হয়ে পুনরায় পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় সহবাস করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক দেয়। এটি সেই ইদ্দতকাল যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

«তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়।

অতঃপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দেয়। এরপর হায়েযগ্রস্ত হয়ে পুনরায় পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় সহবাস করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক দেয়। এটি সেই ইদ্দতকাল যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন»।[1]

হায়েয অবস্থায় তালাক হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি মাসয়ালা ব্যতিক্রম:

হায়েয অবস্থায় তালাক হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি মাসয়ালা ব্যতিক্রম:

প্রথমতঃ যদি নির্জন সাক্ষাৎ কিংবা সহবাস করার পূর্বে হয়, সে ক্ষেত্রে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেও সমস্যা নেই। কেননা ঐ অবস্থায় তার কোন ইদ্দত নেই, তাই তার তালাক শরীয়া বিরোধী হবে না।

﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও।} [তালাক:১]. [আত-তালাক : ১]

দ্বিতীয়ত: যদি গর্ভাবস্থায় হায়েয হয় (সে ক্ষেত্রে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে সমস্যা নেই) এবং এর

---

[1] সহীহ বুখারী: তালাক বিষয়ক পর্ব, হাদীস নং (৫২৫১); এবং সহীহ মুসলিম: তালাক বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীকে তার অসম্মতিতে তালাক দেওয়া হারাম, তবে এর ব্যতিক্রম করলে তালাক পতিত হবে এবং তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, হাদীস নং (১৪৭১); ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

কারণ ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: যদি খুলা তালাক হয়, সে ক্ষেত্রে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে সমস্যা নেই।

যেমনঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ও খারাপ সম্পর্কের কারণে স্বামী যদি বিনিময় গ্রহণ করে তালাক দেয়, সে ক্ষেত্রে হায়েয অবস্থায় হলেও জায়েয। কেননা ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস:

সাবিত ইবনু কায়স এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চরিত্রগত বা দ্বীনী বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি দোষারোপ করছিনা। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং মহিলাকে এক তালাক দিয়ে দাও। (সহীহ বুখারী)

«أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»

“তুমি কী তাকে তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে?” তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

“তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং মহিলাকে এক

তালাক দিয়ে দাও।” [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]।[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন নি সে কি হায়েযগ্রস্ত নাকি পবিত্র? যেহেতু এই তালাকটি একজন মহিলার নিজের জন্য মুক্তিপণ, তাই যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন (হায়েয কিংবা পবিত্রাবস্থা) প্রয়োজনের সময় এটি জায়েয।

"আল-মুগনী" গ্রন্থে (৭/৫২) হায়েয অবস্থায় খুলা জায়েয হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেন: "কেননা হায়েয অবস্থায় তালাকের নিষেধাজ্ঞার কারণ হল; দীর্ঘ ইদ্দতের কারণে সে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা থেকে বেঁচে থাকা। আর খুলা হল খারাপ সম্পর্ক এবং সে যাকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে এমন কারো সাথে থাকার ক্ষতি দূর করা। আর এ ক্ষতি দীর্ঘ ইদ্দত পালনের ক্ষতির চেয়েও বড়। আর ছোট ক্ষতি দিয়ে বড় ক্ষতি প্রতিহত করা জায়েয; তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলা গ্রহণকারী মহিলাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি।(সমাপ্ত)

হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই; কেননা মূলনীতি হল বৈধ হওয়া, আর এটা হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে হায়েয অবস্থায় স্বামী তার নিকট প্রবেশ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে, যদি তার সাথে সহবাস করা থেকে

[1] সহীহ বুখারী: তালাক বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: খুলা‘ এবং এ সংক্রান্ত তালাকের পদ্ধতি, হাদীস নং (৫২৭৩), ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত।

(নিজেকে) নিরাপদ মনে করে তাহলে সমস্যা নেই, অন্যথায় হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট প্রবেশ করবে না।

অষ্টম হুকুম: হায়েযের দ্বারা তালাকের ইদ্দতকাল হিসাব: যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পর তালাক দেয়, তার যদি হায়েয চালু থাকে এবং গর্ভবতী না হয় তাহলে অবশ্যই তাকে পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন "কুরু" পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।} [বাকারা:২২৮] [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮], অর্থাৎ তিন হায়েয। যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো (গর্ভের) সন্তান প্রসব পর্যন্ত, চাই সময়কাল দীর্ঘ হোক বা কম হোক।

﴿...وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{আর গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত।} [সূরা তালাক: ৪] [আত-তালাক : ৪] আর যদি সে হায়েযবতী নারী না হয়, যেমন অল্পবয়সী মেয়ে যার হায়েয শুরুই হয়নি, বা বার্ধক্যের কারণে যার হায়েয হওয়ার আশা নেই, অথবা অপারেশন করে যার জরায়ু অপসারণ করা হয়েছে কিংবা অন্যান্য কারণ, যার দরুন তার হায়েয পুনরায় চালু হবে এই প্রত্যাশা করা যায় না,

তাহলে তার ইদ্দত হল তিন মাস।

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{তোমাদের যে সব নারীর (বার্ধক্যের দরুন) হায়েযগ্রস্ত হওয়ার আশা নেই, আর যেসব নারীর এখনো হায়েয হয়নি (তাদের ইদ্দতকাল নিয়ে) যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে থাকো, তাহলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস।}[সূরা তালাক: ৪] [আত-তালাক : ৪] আর যদি সে হায়েযগ্রস্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাত কারণে হায়েয বন্ধ থাকে, যেমন: অসুস্থতা, স্তন্যপান; তাহলে তিনি পুনরায় হায়েয হওয়া অবধি ইদ্দতের মধ্যেই থাকবেন এবং হায়েয হলে এর মাধ্যমেই ইদ্দত পালন করবেন, যদিও সময় দীর্ঘায়িত হয়। যদি কারণ বিদূরিত হওয়ার পরেও পুনরায় হায়েয না হয়; অর্থাৎ রোগ সেরে উঠে অথবা স্তন্যপান শেষ হয় তথাপি হায়েয না আসে, তাহলে তার (হায়েয বন্ধ হওয়ার) কারণটি অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে পুরো এক বছর ইদ্দত পালন করবে। এটিই সঠিক অভিমত, যা শরীয়ার মূলনীতি সাথে প্রযোজ্য। যদি কারণটি দূর হয়ে যায় এবং পুনরায় হায়েয না হয়, তাহলে (হুকুমের ক্ষেত্রে সেঐ নারীর মতো, যার অজ্ঞাত কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে। যদি অজ্ঞাত কারণে (কোন নারীর) হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার ইদ্দত হল পূর্ণ এক বছর। সতর্কতা স্বরূপ গর্ভধারণের

জন্য নয় মাস; কারণ বেশিরভাগ গর্ভাবস্থা (নয় মাস স্থায়ী হয়)। আর তিন মাস হল ইদ্দতের জন্য।

কিন্তু যদি বিবাহ করার পর স্পর্শ করা ও নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনোই ইদ্দত নেই, না হায়েয দিয়ে, না অন্য কোন উপায়ে।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত নেই যা তোমরা গুণবে।} [সূরা আহযাব:৪৯] [আল-আহযাব : ৪৯]

নবম হুকুম: জরায়ু গর্ভমুক্ত হওয়ার হুকুম প্রদান: যখনি জরায়ু গর্ভমুক্ত হওয়ার হুকুম প্রদানের প্রয়োজন হবে, তখনি হায়েযের (দিকে দৃষ্টি দেয়ার) প্রয়োজন হবে।

যেমন: যদি কোন ব্যক্তি এমন মহিলা রেখে মারা যায়, যার স্বামী আছে, এবং যার গর্ভস্থিত (সন্তান) তার উত্তরাধিকার হবে, তাহলে (মৃত্যুর পর থেকে) তার স্বামী যতক্ষণ না তার হায়েয হয় কিংবা গর্ভধারণের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়, ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করবে না। যদি তার গর্ভধারণ নিশ্চিত হয়, তাহলে আমরা গর্ভের সন্তান উত্তরাধিকারী হওয়ার হুকুম দিব; যেহেতু পূর্বসূরির (সে

যার উত্তরাধিকারী হবে) মৃত্যুর সময় তার অস্তিত্ব ছিল। আর যদি তার হায়েয হয়, তাহলে আমরা তাকে অ-উত্তরাধিকারী হুকুম দিব; কেননা হায়েযের মাধ্যমে আমরা তার জরায়ু (সন্তান) মুক্ত ঘোষণা করেছি।

দশম বিধান: গোসল ফরয হওয়া: হায়েযগ্রস্ত নারী যখন পবিত্র হবে, তখন তার পুরো শরীরকে পবিত্র করতে গোসল করা ফরজ; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ রাদিআল্লাহু আনহাকে বলেছেন:

"হায়েয শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়েয শেষ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।" (সহীহ বুখারী)

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

“হায়েয শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়েয শেষ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।” [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]।[1]

গোসলের ন্যূনতম ফরয হল সে তার সমস্ত শরীর ধৌত করবে, এমনকি চুলের নীচের চামড়াও। আর উত্তম হল হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতিতে গোসল করা। আসমা বিনতে শাকাল রাদিআল্লাহু আনহা নবী

[1] সহীহ বুখারী: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: হায়েযের আরম্ভ ও শেষ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৩২০); সহীহ মুসলিম: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ইস্তিহাযাগ্রস্তা মহিলার গোসল ও সালাত, হাদীস নং (৩৩৩); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়িযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

তোমাদের কেউ পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে রগড়ে নিবে যাতে করে সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর গায়ে পানি ঢালবে। এরপর একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বলল: তা দিয়ে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে যেন চুপিচুপি বলেন দিলেন, রক্ত বের হওয়ার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। (সহীহ মুসলিম)

«تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً -أَيْ: قِطْعَةَ قُمَاشٍ فِيهَا مِسْكٌ- فَتَطَهَّرُ بِهَا».

"তোমাদের কেউ পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে রগড়ে নিবে, যাতে করে সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর গায়ে পানি ঢালবে। এরপর একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় (অর্থাৎ মিসকযুক্ত কাপড়ের টুকরা) নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।" আসমা বলল: তা দিয়ে কীভাবে পবিত্রতা

অর্জন করবে? তিনি বললেন,

«سُبْحَانَ اللهِ!»

"সুবহানাল্লাহ!", আয়েশা তাকে বললেন: রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন][1]

মাথার চুলের বেনী খোলা আবশ্যক নয়, যদি না তা এতটাই শক্ত করে বাঁধা থাকে যে চুলের গোড়ায় পানি না পৌঁছানোর আশংকা থাকে (তাহলে খুলতে হবে।) যেমনটি সহীহ মুসলিমে উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস:

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, অতঃপর বললেন: আমি তো মাথায় চুলের বেনী গেঁথে থাকি, অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলব? অপর বর্ণনায় রয়েছে: হায়েয এবং অপবিত্রতার গোসলের সময় আমি কি তা খুলে ফেলব? "তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে।"

«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ

---

[1] সহীহ বুখারী: কিতাবুল হায়েজ, অধ্যায়: হায়েযওয়ালী মহিলার গোসল, হাদীস নং (৩১৫); সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হায়েজ, অধ্যায়: হায়েয থেকে গোসলকারিনীর জন্য রক্তের স্থানে কস্তুরী ব্যবহার করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (৩৩২); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ».

«না, বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে।»[1]

যদি হায়েযগ্রস্ত নারী সালাতের সময় পবিত্র হয়, তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হল দ্রুত গোসল করা; যাতে সময়মত সালাত আদায় করতে পারে। সে যদি সফরে থাকে এবং পানি না থাকে কিংবা পানি থাকে, কিন্তু তা ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা করে অথবা সে অসুস্থ, পানির ব্যবহারে তার ক্ষতি হবে; তাহলে প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত সে গোসল না করে তায়াম্মুম করবে, অতঃপর (প্রতিবন্ধকতা দূর হলে) গোসল করবে।

কিছু নারী সালাতের সময় (হায়েয হতে) পবিত্র হয় এবং গোসলকে অন্য সময়ের জন্য বিলম্বিত করে। সে (যুক্তি দেয় এবং) বলে, এই (অল্প) সময়ে তার পক্ষে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু এটা কোন (গ্রহণযোগ্য) যুক্তি হতে পারে না, না হতে পারে কোন ওজর। কেননা সে গোসলের ন্যূনতম ওয়াজিব কাজগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গোসল সেরে নিতে পারে এবং নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে পারে। অতঃপর যখন তার (কাছে) পর্যাপ্ত সময় থাকবে, তখন পূর্ণরূপে পবিত্র হবে।

---

[1] মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ, হাদীস (৩৩০), উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত।

পঞ্চম অধ্যায়: ইস্তেহাযা এবং এর হুকুম

ইস্তেহাযা: একজন মহিলার ক্রমাগত রক্তস্রাব হওয়া, এমন যে তা কখনোই বন্ধ হয় না বা অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয়, যেমন মাসে এক বা দুই দিন।

অতঃপর প্রথম অবস্থা তথা যেখানে কখনোই রক্তস্রাব বন্ধ হয় না তার দলীল হলো: সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন:

"ফাতিমা বিনতু আবূ হুবায়শ (রা.) আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি একজন ইস্তেহাযা বা রক্তপ্রদর রোগগ্রস্ত নারী। কখনো এ রোগ থেকে মুক্ত হই না।"

"يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ".

"হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কখনো পবিত্র হই না।" অন্য বর্ণনায় এসেছে:

"أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ".

"আমার ইস্তিহাযা হয়, ফলে আমি পবিত্র হতে পারি না।"[1]

আর দ্বিতীয় অবস্থা তথা অল্প সময়ের জন্য রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার দলীল হলো: হামনা বিনতে জাহশ (রা:) এর

---

[1] সহীহ বুখারী: অযু বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: রক্ত ধৌত করা, হাদীস নং (২২৮); সহীহ মুসলিম: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ইস্তিহাযাগ্রস্তা মহিলার গোসল ও সালাত, হাদীস নং (৩৩৩); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

হাদিস, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছেন:

"يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً".

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি গুরুতররূপে ও অত্যধিক পরিমানে ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি" [আল-হাদিসটি আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেছেন, সেই সাথে ইমাম আহমদ থেকে সহীহ এবং ইমাম বুখারী থেকে হাসান বর্ণনা করেছেন।] [হাদীসটি.. আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ থেকে এর শুদ্ধতার ও বুখারী থেকে এর হাসান হওয়ার বিষয়টিও তিনি বর্ণনা করেছেন]।[1][2]

ইস্তেহাযার অবস্থা:

ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীদের তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ইস্তেহাযার পূর্বে তার হায়েযের নির্ধারিত সময়সীমা ছিল। এ ক্ষেত্রে সে তার পূর্বেকার হায়েযের সময়সীমায় প্রত্যাবর্তন করবে, অতঃপর ঐ

---

[1] সুনান তিরমিযী, অধ্যায়: তাহারাত, অনুচ্ছেদ: মুস্তাহাযা নারীর এক গোসলে দুই সালাত একত্র করা, হাদীস নং (১২৮) এর পরে।

[2] আহমাদ (৬/৩৪৯); আবূ দাউদ: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ: হায়েয শুরু হলে সালাত ত্যাগ করা, হাদীস নং (২৮৭); তিরমিযী: অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী এক গোসলে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে, হাদীস নং (১২৮), হামনা বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত।

সময়সীমায় সে (সোলাত আদায় না করে) বসে থাকবে এবং তার জন্য হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হবে। (পূর্বেকার হায়েযের সময়সীমা বাদ দিয়ে) বাকীটা ইস্তেহাযা, এর জন্য ইস্তেহাযার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

এর উদাহরণ হলো: একজন মহিলা যার প্রতি মাসের প্রথম ছয়দিন হায়েয হতো, অতঃপর সে ইস্তেহাযা আক্রান্ত হলো, নিরবচ্ছিন্ন রক্ত নির্গত হতে থাকলো। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের প্রথম ছয়দিন তার জন্য হায়েয হিসেবে গণ্য হবে, বাকিটা ইস্তেহাযা। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস:

ফাতিমা বিন্‌তু আবূ হুবায়শ (রা.) (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারী, কখনো পবিত্র হতে পারি না, এমতাবস্থায় আমি কি সালাত পরিত্যাগ করবো? (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: না, এ হলো রগ থেকে বের হওয়া রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার পূর্বে যতদিন হায়েয হতো সে কয়দিন সালাত পরিত্যাগ করো। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।(সহীহ বুখারী)

«لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

“না, ওটা শিরার (ধমনী) রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার আগে নিয়মিত যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও

সালাত আদায় করবে।" সহীহ বুখারী।[1]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ রাদিআল্লাহু আনহাকে বলেন:

"(তুমি এ সমস্যা দেখা দেয়ার পূর্বে) তোমার হায়েযের জন্য যে ক'দিন অপেক্ষা করতে সে ক'দিন তুমি হায়িযের বিধি নিষেধ মেনে চলবে। তারপর গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।"

«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

"(তুমি এ সমস্যা দেখা দেয়ার পূর্বে) তোমার হায়েযের জন্য যে ক'দিন অপেক্ষা করতে সে ক'দিন তুমি হায়েযের বিধি নিষেধ মেনে চলবে। তারপর গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।"[2]

অতএব, ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারী যার হায়েযের নির্ধারিত সময়সীমা জানা আছে, সে (পূর্ববর্তী) হায়েযের দিন সমপরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে। অতঃপর গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে, তখন আর রক্তের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইস্তেহাযার পূর্বে তার নির্ধারিত কোনো

---

1 সহীহ বুখারী: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: হায়েয এবং হায়েয ও গর্ভধারণের ক্ষেত্রে নারীদের কথাকে বিশ্বাস করা, যা হায়েযের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, হাদীস নং (৩২৫), আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস (৩৩৪), আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

হায়েয ছিল না, বরং প্রথম রক্ত দেখা থেকেই তার ইস্তেহাযা চলমান। এ ক্ষেত্রে সে (রক্তের) পার্থক্য করবে। অতঃপর কালো, ভারী কিংবা গন্ধযুক্ত রক্ত (নির্গত) হলে হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হবে, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ইস্তেহাযার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

এর উদাহরণ হলো: একজন মহিলা যে প্রথমবার রক্ত দেখতে পায় এবং তা চলতেই থাকে, কিন্তু সে দেখতে পায় যে, (রক্ত) দশ দিন কালো এবং বাকি মাস লাল, অথবা দশ দিন তা ঘন বাকি মাস পাতলা, কিংবা দশ দিন হায়েযের দুর্গন্ধ আছে বাকি মাসে কোনও গন্ধ নেই। তার হায়েয হলো: প্রথম উদাহরণে কালো, দ্বিতীয় উদাহরণে ঘন এবং তৃতীয় উদাহরণে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত। এগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলো হলো ইস্তেহাযা; কেননা ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

“হায়েযের রক্ত কালো হয়, তা (দেখলে) চেনা যায়। রক্ত এরূপ হলে সালাত হতে বিরত থাকবে। আর অন্যরকম হলে অজু করে সালাত আদায় করবে। কারণ তা একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।” [আবু দাউদ, নাসায়ী। ইবনে হিব্বান এবং হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন]

«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».

“হায়েযের রক্ত কালো হয়, তা (দেখলে) চেনা যায়।

রক্ত এরূপ হলে সালাত হতে বিরত থাকবে। আর অন্য রকম হলে অজু করে সালাত আদায় করবে। কারণ তা একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।" [বর্ণনায় আবূ দাউদ ও নাসাঈ। ইবন হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন][1]

সনদ এবং মতনের দিক থেকে হাদীসটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ওলামায়ে কেরাম এর উপর আমল করেছেন। তার জন্য অধিকাংশ মহিলার অভ্যাসের দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এটা অনেক বেশি উত্তম।

তৃতীয় অবস্থা: তার নির্ধারিত কোন হায়েয নেই, এবং (হায়েয) পার্থক্য করা যায় এমন কোন বৈশিষ্ট্যও নেই, অর্থাৎ এমন ইস্তেহাযা যা প্রথমবার রক্ত দেখার পর থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে, এবং তার রক্ত ও একই বৈশিষ্ট্যের অথবা বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্যের, যা হায়েয হতে পারে না, এ ক্ষেত্রে সে সাধারণ নারীদের অভ্যাসের উপর আমল করবে, অতঃপর তার হায়েয হবে প্রথম রক্ত দেখা থেকে (গণনা) শুরু করে প্রতিমাসে ছয়দিন অথবা সাতদিন। আর বাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা।

---

1 আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, হায়েয শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেওয়া, হাদীস (২৮৬), নাসাঈ, কিতাবুত তাহারাত, যে মুস্তাহাযা নারী রক্তস্রাব অব্যাহত হওয়ার পূর্বে তার হায়েযের দিনগুলো সম্পর্কে অবগত, হাদীস (২১১), ইবনু মাজাহ, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, যে মুস্তাহাযা নারী রক্তস্রাব অব্যাহত হওয়ার পূর্বে তার হায়েযের দিনগুলো সম্পর্কে অবগত, হাদীস (৬২০), ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে (১৩৪৮), এবং হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে (৬১৮), আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত।

এর উদাহরণ হলো: সর্বপ্রথম সে মাসের পঞ্চম দিনে রক্ত দেখতে পায়, এটা নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকে এবং হায়েয পার্থক্য করা যায় এমন কোনও বৈশিষ্ট্যেও নেই, না রং দিয়ে, না অন্যকিছু দিয়ে, এমতাবস্থায় তার হায়েয হবে প্রতি মাসের পঞ্চম দিন থেকে শুরু করে ছয় দিন বা সাত দিন। হামনাহ্ বিনতু জাহশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন:

হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ইস্তিহাযার গুরুতর রোগে ভুগছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ কারণে আমি সালাত- সিয়াম ঠিকমতো করতে পারছি না। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আমি তোমাকে সেখানে পট্টি দিতে উপদেশ দিচ্ছি, তা রক্ত রোধ করবে। হামনাহ্ (রাঃ) বললেন: অবস্থা এর চেয়েও মারাত্মক (অর্থাৎ তা তো এ দিয়ে থামবে না)। হাদীসে তিনি (সাঃ) বলেছেন: এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শ বিশেষ। সুতরাং তুমি নিজেকে (প্রতি মাসে) ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুমতী গণ্য করবে। আর প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত সালাত আদায় ও সিয়াম পালন করবে। [আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেছেন। বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আহমাদ হাদীসটি সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারী হাসান বলেছেন।]

«أَنْعَتُ لَكِ (أَصِفُ لَكِ اسْتِعْمَال) الْكُرْسُفَ (وهُـوَ القُطْنُ) تَضَعِينَهُ عَلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ».

“আমি তোমাকে লজ্জাস্থানে তুলার পট্টি রাখতে উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তা রক্ত দূর করে।” তিনি বললেন: তা এর চেয়েও বেশি। আর এ বিষয়ে তিনি বলেছেন:

«إِنَّمَا هَذَا رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي».

«এটি শয়তানের পদাঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তুমি আল্লাহর বিধান মোতাবেক ছয় বা সাত দিন হায়েযের মেয়াদ গণ্য করো। অতঃপর গোসল কর। যখন তুমি দেখবে যে, তুমি পবিত্র হয়ে গেছো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছো, তখন চব্বিশ অথবা তেইশ রাতদিন এবং তার সমপরিমাণ সালাত আদায় কর ও সাওম রাখ»। [আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন, আর আহমাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন এবং বুখারী থেকে বর্ণিত আছে

যে, তিনি এটিকে হাসান বলেছেন]।[1][2]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: (ستّة أيّامٍ أو سبعةً) "ছয় বা সাত দিন" পছন্দের স্বাধীনতা নয়, বরং তা ইজতেহাদ তথা ভেবে দেখার জন্য। তাই সে তার অবস্থার কাছাকাছি কী তা দেখবে, (দেখবে) গঠনের দিক থেকে কে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, বয়স এবং আত্নীয়তার দিক থেকে কে তার কাছাকাছি, হায়েযের রক্তের দিক থেকে কে অধিক নিকটবর্তী এবং অনুরূপ অন্যান্য দিকও বিবেচনা করবে। যদি (সেব বিবেচনায় মনে হয়) ছয় দিন (হায়েয) হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত, তবে ছয় দিন ধরবে। আর যদি সাত দিন হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তবে সাত দিন ধরবে।

ইস্তেহাযাগ্রস্তদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণদের অবস্থা:

কখনো কখনো একজন নারীর এমন সমস্যা হয়; যার ফলে তার যোনি থেকে রক্তক্ষরণ হয়। যেমন: জরায়ুর অপারেশন বা অন্য কোন কারণ। আর এটা দু'ধরণের:

প্রথম ধরণ: এটা জানা যে, অপারেশনের পর তার

1 তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত, অনুচ্ছেদ: মুস্তাহাযা নারী এক গোসলের মাধ্যমে দুই সালাতের মাঝে একত্র করবে, হাদীস (১২৮) এর পরে।

2 আহমাদ (৬/৪৩৯), আবূ দাউদ: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ: হায়েয শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেওয়া, হাদীস (২৮৭), তিরমিযী: অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: ইস্তিহাযাগ্রস্তার এক গোসলে দুই সালাত একত্রে আদায় করা, হাদীস (১২৮), হামনা বিনত জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত।

হায়েয হওয়া সম্ভব নয়। যেমন: অপারেশনের মাধ্যমে জরায়ু সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা অথবা এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া যাতে তার থেকে কোন রক্ত বের না হয়। এই মহিলার জন্য ইস্তেহাযার হুকুম সাব্যস্ত হবে না, বরং যে মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলদেটে, মেটে, কিংবা আর্দ্রতা দেখে তার হুকুম সাব্যস্ত হবে। সে সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ করবে না, সহবাসে অসম্মত হবে না, এই রক্তের জন্য গোসল করতে হবে না, বরং তার জন্য আবশ্যক হলো সালাতের সময় রক্ত ধৌত করা এবং গোপনাঙ্গে ন্যাকড়া বা অনুরূপ কিছু বেঁধে দিবে; যাতে রক্ত বের হতে না পারে। অতঃপর সে সালাতের জন্য অযু করবে, যে সালাতের নির্ধারিত সময় আছে, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এমন সালাতের সময় না হওয়া পর্যন্ত অজু করবে না, অন্য সালাত, যেমন: সাধারণ নফল সালাতের ক্ষেত্রে সালাতের ইচ্ছা পোষণ করার পর অজু করবে।

দ্বিতীয় ধরণ: অপারেশনের পর তার হায়েয হবে না, এমনটা জানা যায় না, বরং হায়েয হওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তার হুকুম হবে ইস্তেহাযাগ্রস্তের ন্যায়। আর ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়:

«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ».

"এটা হায়েয নয়, বরং শিরা নিঃসৃত রক্ত। যখন হায়েয

দেখা দিবে, তখন সালাত ছেড়ে দিবে।"[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: "যখন হায়েয আসবে" ইঙ্গিত করে যে, ইস্তেহাযার হুকুম ঐ নারীর জন্য প্রযোজ্য যার সম্ভাব্য হায়েয শুরু এবং শেষ হয়। আর যার হায়েয হওয়া সম্ভব নয়, তার রক্ত সর্বদাই শিরার রক্ত।

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ».

"যখন হায়েয আসবে" এটি ইঙ্গিত করে যে, ইস্তেহাযার হুকুম ঐ নারীর জন্য প্রযোজ্য যার সম্ভাব্য হায়েয শুরু এবং শেষ হয়। আর যার হায়েয হওয়া সম্ভব নয়, তার রক্ত সর্বদাই শিরার রক্ত হিসেবে বিবেচ্য।

ইস্তেহাযার হুকুম:

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি (জরায়ু থেকে নির্গত) রক্ত কখন হায়েয হয় আর কখন ইস্তেহাযা হয়। সুতরাং রক্ত যখন হায়েয হয় তখন হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হয়, আর যখন ইস্তেহাযা হয় তখন ইস্তেহাযার হুকুম সাব্যস্ত হয়।

হায়েযের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ইস্তেহাযার হুকুম হলো পবিত্রতার হুকুমের

[1] সহীহ বুখারী: ওযু বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: রক্ত ধৌত করা, হাদীস নং (২২৮); সহীহ মুসলিম: হায়েয বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার গোসল ও তার সালাত, হাদীস নং (৩৩৩); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

ন্যায়। ইস্তেহাযাগ্রস্ত এবং পবিত্রা নারীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো ছাড়া কোনও পার্থক্য নেই:

প্রথমত: প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা ওয়াজিব; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রাঃ) কে বলেছিলেন:

"অতঃপর প্রত্যেক সালাতের জন্য অজু করবে।" (ইমাম বুখারী গোসলুস দাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ».

“অতঃপর প্রত্যেক সালাতের জন্য অজু করবে।” হাদীসটি বুখারী ‘রক্ত ধৌতকরণ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এর মানে হলো: সে ওয়াক্তিয়া সালাতের জন্য সময় হওয়ার পূর্বে অজু করবে না। আর ওয়াক্তিয়া সালাত না হলে, সে সালাত আদায়ের ইচ্ছে পোষণের পর অজু করবে।

দ্বিতীয়ত: যখন সে অজু করতে ইচ্ছে করবে, তখন রক্তের চিহ্নগুলো ধুয়ে ফেলবে এবং গোপনাঙ্গে সূতি ন্যাকড়া বেঁধে রাখবে যাতে রক্ত আঁকড়ে ধরে (এবং গড়িয়ে না পড়ে।);

«أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَتَلَجَّمِي».

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামনাকে বললেন:

"আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহারের নির্দেশ

দিচ্ছি; কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক! তিনি (হামনা) বললেন, এটা তার চেয়েও বেশি। তিনি বললেন: তাহলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। তিনি (হামনা) বললেন, এটা তার চেয়েও বেশি। তিনি বললেন: তাহলে তুমি (নির্দিষ্ট স্থানে কাপড়ের) লাগাম বেঁধে নাও।" (হাদীস) হাদীস। এরপর যা বেরিয়ে আসে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) কে বলেছিলেন:

«اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».

"তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদকালে সালাত থেকে বিরত থাকো, অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য অজু করে সালাত পড়ো, যদিও জায়নামাযে রক্ত পড়ে।" [আহমদ, ইবনে মাযাহ] [এটি আহমাদ ও ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন][1]

তৃতীয়ত: সহবাস। এটা বর্জন করলে যদি ব্যভিচারের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে (ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর জন্য) তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মত হলো, তা পুরোপুরি জায়েয; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক দশমাংশ কিংবা আরো বেশী সংখ্যক নারী ইস্তেহাযাগ্রস্ত

[1] আহমাদ (৬/২০৪), ইবনু মাজাহ, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, রক্তস্রাব স্থায়ী হওয়ার পূর্বে মাসিকের দিন গণনাকারিণীর মুস্তাহাযা প্রসঙ্গে, হাদীস (৬২৪), আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত।

হয়েছিল, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সহবাস করতে নিষেধ করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক} [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২] প্রমাণ করে যে, (হায়েয ছাড়া) অন্য সময় বিচ্ছিন্ন (স্ত্রীগমন থেকে দূরে থাকা) আবশ্যক নয়। যেহেতু তার জন্য সালাত জায়েয, সহবাসের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ। তার সহবাসকে হায়েযগ্রস্ত নারীর সহবাসের সাথে কিয়াস করা বিশুদ্ধ নয়; কেননা তারা দুজন সমান নয়, এমনকি যারা (ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর সহবাস) হারাম বলে থাকে, তাদের নিকটও না। আর পার্থক্য সহ কিয়াস বিশুদ্ধ নয়।

﴿...فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ...﴾

"...কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাক...।" [আল-বাকারাহ : ২২২] এটি প্রমাণ করে যে, (হায়েয ছাড়া) অন্য সময় বিচ্ছিন্ন (স্ত্রীগমন থেকে দূরে) থাকা আবশ্যক নয়। যেহেতু তার জন্য সালাত জায়েয, সহবাসের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ। তার সহবাসকে হায়েযগ্রস্ত নারীর সহবাসের সাথে কিয়াস করা বিশুদ্ধ নয়; কেননা তারা দুজন সমান নয়, এমনকি যারা (ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর সহবাস) হারাম বলে থাকে, তাদের নিকটও না। আর পার্থক্য সহ কিয়াস বিশুদ্ধ নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নিফাস এবং এর হুকুম।

নিফাস: প্রসবের কারণে জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয় (তাই হলো নিফাস)। এটা প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে কিংবা প্রসবের দুই বা তিন দিন আগে বেদনার সাথে (বের হয়)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন: "প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার সাথে যে রক্ত দেখতে পায় সেটা হলো নিফাস।" তিনি নিফাসকে দুই অথবা তিনদিনের সাথে শর্তযুক্ত করেন নি। তার উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যথা যার পরপরই প্রসব হয়, অন্যথায় তা নিফাস নয়। এর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা আছে কিনা? এ নিয়ে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। শায়েখ তাকিউদ্দিন (ইবনে তাইমিয়া) তার রিসালা "আল-আসমাউল্লাতি আল্লাকাশ-শারেয়ুল-আহকামা বিহা" (পৃ. ৩৭) তে বলেন: "নিফাসের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই, তাই যদি ধরে নেয়া হয় যে একজন মহিলা চল্লিশ, বা ষাট কিংবা সত্তর দিনের বেশি রক্ত দেখেন এবং তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা নিফাস। কিন্তু রক্ত যদি নির্গত হতেই থাকে, তবে তা দাম ফ্যাসাদ বা ইস্তেহাযা। এবং সেক্ষেত্রে সীমা চল্লিশ (দিন); কেননা এটিই অধিকাংশ (নারীর নিফাসের) শেষ সীমা, এ ব্যাপারে অনেক আছার রয়েছে।" (সমাপ্ত)

এ জন্যই আমি বলি: যদি তার রক্তস্রাব চল্লিশ দিনের বেশি হয় এবং তার অভ্যাসও এমন যে, তা (চল্লিশ দিন) এর পর বন্ধ হয়, অথবা খুব শীঘ্রই বন্ধ হবে এমন লক্ষণ

দেখা যায়, তাহলে সে (রক্তস্রাব) বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অন্যথায় সে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করে নিবে; কেননা এটাই অধিকাংশ (নারীর নিফাসের সময়সীমা)। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে যদি তার হায়েযের সময় হয়ে যায়, তাহলে এর সময়সীমা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করবে। এরপর যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটা তার অভ্যাস হিসেবে ধরা হবে, এবং ভবিষ্যতে সে এর উপর আমল করবে। আর যদি (রক্তস্রাব) চলমান থাকে, তাহলে সে ইস্তেহাযাগ্রস্ত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত ইস্তেহাযাগ্রস্তের বিধি-বিধানের দিকে সে ফিরে যাবে। চল্লিশ দিনের আগেও যদি রক্তস্রাব বন্ধের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে সে পবিত্র। ফলে সে গোসল করবে, সালাত পড়বে, সিয়াম রাখবে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করবে। তবে (রক্তস্রাব) যদি এক দিনের কম সময় বন্ধ থাকে, তাহলে এর কোন হুকুম নেই। যেমনটি "আল-মুগনী" তে (গ্রন্থকার) বলেছেন।[1]

নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না, যদি না সে এমন (সন্তান) প্রসব করে যার মধ্যে মানবাকৃতি স্পষ্ট হয়েছে। যদি অকালপ্রসূত ছোট ভ্রূণ প্রসব করে, যার মধ্যে মানবাকৃতি স্পষ্ট হয়নি তবে তার রক্তস্রাব নিফাস নয়। বরং তা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, এর হুকুম হলো ইস্তেহাযাগ্রস্তের হুকুম। গর্ভধারণের শুরু থেকে নিয়ে

[1] আল-মুগনি (১/২৫২-২৫৩)।

সর্বনিম্ন আশি দিনে মানবাকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (এ সময়সীমা) নব্বই দিন।

মাজদ ইবনে তাইমিয়া (র:) বলেছেন: "প্রসব বেদনার পূর্বে রক্ত দেখলে এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। কিন্তু এরপর দেখলে সালাত ও সাওম থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর প্রসবের পর যদি স্পষ্ট হয় যে, বাস্তবতা এর বিপরীত অর্থাৎ এটি নিফাসের রক্ত ছিল না, তখন সালাত সাওম কাযা করে নিবে। আর যদি বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তাহলে বাহ্যিক হুকুমের উপর থাকবে অর্থাৎ মানবাকৃতি ধর্তব্য হবে, (সে ক্ষেত্রে ছেড়ে দেয়া) সালাত ও সাওম কাযা করতে হবে না।" ("শরহুল ইক্বনা" গ্রন্থে গ্রন্থকার ইবনে তাইমিয়া থেকে উক্তিটি এনেছেন)।[1]

নিফাসের হুকুম:

নিফাসের হুকুম হায়েযের হুকুমের মতই। সবই এক, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত:

প্রথমত: ইদ্দত, এ ক্ষেত্রে তালাক (এর সময়কাল) বিবেচিত হবে, নিফাস নয়; কেননা তালাক যদি সন্তান প্রসবের পূর্বে হয়, তাহলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দতকাল শেষ হবে, নিফাসের মাধ্যমে নয়। আর তালাক যদি সন্তান প্রসবের পরে হয়, তাহলে সে হায়েয হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যেমনটি ইতিপূর্বে (বলা হয়েছে)।

---

1 কাশশাফুল কিনা: ১/২১৯।

দ্বিতীয়ত: ঈলা এর সময়কালের মধ্যে হায়েযের সময় গণনা করা হয়, কিন্তু নিফাসের সময়কাল গণনা করা হয় না।

ঈলা হলো: পুরুষের এই শপথ করা যে, সে তার স্ত্রীর সাথে চিরকালের জন্য বা চার মাসের বেশি সময়ের জন্য সহবাস থেকে বিরত থাকবে। যদি সে শপথ করে আর স্ত্রী সহবাসের আহ্বান করে, তাহলে তার শপথ থেকে তাকে চার মাস সময় দেয়া হবে। যখন চার মাস পূর্ণ হবে, তখন স্ত্রীর চাওয়া সাপেক্ষে তাকে সহবাস কিংবা পৃথক হতে বাধ্য করা হবে। এই সময়কালে, মহিলার যদি নিফাস হয়, তবে স্বামীর উপর তা গণনা করা হবে না, চার মাসের সাথে নিফাস পরিমাণ সময় বৃদ্ধি করা হবে। তবে (এ ক্ষেত্রে) হায়েয বিপরীত, হায়েযের সময়কাল স্বামীর উপর গণনা করা হবে।

তৃতীয়ত: সাবালিকা হায়েযের দ্বারা হয়, নিফাসের দ্বারা হয় না; কেননা একজন নারী বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতী হতে পারে না, তাই গর্ভাবস্থার আগে বীর্যপাতের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধি ধরা হবে।

চতুর্থত: যদি হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর অভ্যাসের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসে, তবে অবশ্যই তা হায়েয। যেমন: তার অভ্যাস হলো আট দিন (হায়েয স্থায়ী হয়)। সে চার দিন হায়েয দেখতে পায়, অতঃপর দুই দিন তা বন্ধ হয়ে যায়, পুনরায় সপ্তম ও অষ্টম দিনে আবার ফিরে আসে। তাহলে এই প্রত্যাবর্তন অবশ্যই হায়েয, এবং এর জন্য হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে, যদি নিফাসের রক্ত চল্লিশ দিনের পূর্বে বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর চল্লিশতম দিনে ফিরে আসে, তবে তা সন্দেহজনক। এক্ষেত্রে তাকে নির্ধারিত সময়ে ফরয সালাত, সাওম পালন করতে হবে। ফরয কর্তব্য ব্যতীত একজন হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য যা কিছু হারাম, তার সবকিছুই প্রসূতি নারীর জন্য হারাম। এবং পবিত্রতার পর এই রক্তস্রাব অবস্থায় যা (সালাত, সাওম) পালন করেছে তা অবশ্যই তাকে কাযা করতে হবে। হাম্বলী ফকীহদের নিকট এটাই সুপ্রসিদ্ধ মত।[1]

বিশুদ্ধ মত হল, নিফাস হতে পারে এমন সময়ে যদি রক্ত ফিরে আসে তাহলে তা নিফাস। অন্যথায় তা হায়েয, যদি না রক্তস্রাব অবিরাম চলমান থাকে, তাহলে তা ইস্তেহাযা।

এটি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ থেকে "আল-মুগনি" গ্রন্থে বর্ণিত (মতের) কাছাকাছি। যাতে তিনি বলেছেন: ইমাম মালেক বলেন:[2] "যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার দুই বা তিন দিন পর সে (পুনরায়) রক্ত দেখতে পায়, তাহলে তা নিফাস, অন্যথায় তা হায়েয।" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর মত ও এমনটিই।

বাস্তবতা অনুসারে রক্তস্রাব সম্পর্কে সন্দেহের কিছু নেই, তবে সন্দেহ একটি আপেক্ষিক বিষয় যাতে মানুষ তাদের জ্ঞান এবং উপলব্ধি অনুসারে ভিন্ন হয়। কুরআন

---

1 আল-মুগনি (১/২৫৩)।

2 আল-মুগনি (১/২৫৩)।

ও সুন্নাহতে সব কিছুরই ব্যাখ্যা রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা কাউকে দু'বার সাওম রাখতে বা দু'বার তাওয়াফ করা আবশ্যক করেননি, যদি না প্রথমটিতে এমন কোনও ত্রুটি থাকে যা কাযা করা ব্যতীত সংশোধন করা সম্ভব নয়। আর বান্দা তার সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানেই দায়িত্ব পালন করে, তার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়।

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ...﴾

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

{আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না} [বাকারা: ২৮৬], [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আরো বলেন:

{অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর} [তাগাবুন, আয়াত:১৬].

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ...﴾

“সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর...” [আত-তাগাবুন : ১৬],

হায়েয ও নিফাসের মধ্যে পঞ্চম পার্থক্য হলো: হায়েযের ক্ষেত্রে অভ্যাস (সময়ের) পূর্বে যদি সে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়েয, মাকরুহ নয়। পক্ষান্তরে নিফাসের ক্ষেত্রে সে যদি চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্র হয়ে যায়, তাহলেও (হাম্বলী) মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতে, তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা মাকরুহ। আর বিশুদ্ধ মত হল: তার

সাথে সহবাস করা তার জন্য অপছন্দনীয় নয়। এটাই অধিকাংশ ওলামার অভিমত; কেননা মাকরুহ হওয়া শরয়ী হুকুম, যার জন্য শরয়ী দলীল প্রয়োজন। ইমাম আহমাদ উসমান ইবনে আবি আল-আস এর সূত্রে যা উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া এ মাসয়ালায় আর কিছুই নেই। বর্ণনাটি হলো:

তার স্ত্রী চল্লিশতম দিনের আগে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেছিলেন: আমার কাছে আসবে না।[1]

এটা দিয়ে মাকরুহ বুঝায় না; কেননা এটি সতর্কতা স্বরূপ হতে পারে এই ভয় থেকে যে, সে তার পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, কিংবা সহবাসের কারণে রক্ত চলে আসবে, অথবা অন্য কোন কারণে থাকতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সপ্তম অধ্যায়: হায়েয প্রতিরোধন ব্যবহার কিংবা চালু করা, গর্ভনিরোধক কিংবা গর্ভপাত করার জন্য কিছু ব্যবহার করা।

একজন মহিলার জন্য দুটি শর্তে তার হায়েয বন্ধ রাখে এমন কিছু ব্যবহার করা বৈধ:

এক: তার কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা, যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে তা জায়েয নয়।

[1] আল-মুগনী (২৫২/২); আর উসমান ইবনু আবিল আসের আসারটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, 'আল-মুসান্নাফ' (১২০২), ইবনু আবি শায়বাহ, 'আল-মুসান্নাফ' (১৭৪৫০), দারিমী, 'আস-সুনান' (৯৯০) এবং ইবনুল জারূদ, 'আল-মুনতাকা' (১১৮) গ্রন্থে।

﴿...وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ...﴾

কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{আর নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না।} [বাকারার, আয়াত:১৯৫], [আল-বাকারাহ: ১৯৫]

﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾

{তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।} [সূরা নিসা, আয়াত: ২৯] [আন-নিসা : ২৯]

দুই: স্বামীর অনুমতি নিয়ে করা, যদি তার সাথে এর সম্পৃক্ততা থাকে। যেমন: এমন ইদ্দত অবস্থায় থাকা, যে ইদ্দতকালে স্বামীর উপর তার ভরণ-পোষণ প্রদান করা ওয়াজিব, এ অবস্থায় হায়েয প্রতিরোধক ব্যবহার করা; যাতে করে ইদ্দতের সময়সীমা বৃদ্ধি পায়, স্বামীর খরচ বাড়ে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হায়েয প্রতিরোধক ব্যবহার করা তার জন্য জায়েয নয়। অনুরূপভাবে, যদি প্রমাণিত হয় যে, হায়েয প্রতিরোধক গর্ভধারণকে বাধা দেয়, তাহলে অবশ্যই তা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। আর যদিও হায়েয প্রতিরোধক (ব্যবহার) জায়েয সাব্যস্ত, তথাপিও উত্তম হল প্রয়োজন ব্যতীত এ সব ব্যবহার না করা; কেননা প্রকৃতিকে যেমন আছে তেমন ছেড়ে দেওয়া স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য অধিক উপযোগী।

আবার হায়েয চালু করে, এমন কিছুর ব্যবহারও দুটি

শর্তে জায়েয:

এক: এটিকে ফরয দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল হিসাবে ব্যবহার করবে না। যেমন: রমযানের কাছাকাছি সময়ে এটি ব্যবহার করা যাতে সাওম ভাঙতে পারে অথবা সালাত আদায় করতে না হয়, অথবা এরূপ কিছু।

দুই: স্বামীর অনুমতিক্রমে হতে হবে; কেননা হায়েয পূর্ণ উপভোগ করা থেকে তাকে বিরত রাখে। তাই স্বামীর সম্মতি ব্যতীত তার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কিছু ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনকি সে যদি তালাকপ্রাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও অনুমতি লাগবে; কেননা এটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারের বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করে।

আর গর্ভনিরোধকের ব্যবহার, এটি দুই ধরনের:

এক: স্থায়ী গর্ভনিরোধক। এটি জায়েজ নয়; কেননা এটি গর্ভধারণ বন্ধ করে দেয়, ফলে সন্তান-সন্ততি কমে যায়, যা শরয়ী অভিপ্রায় "মুসলিম জাতিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা" এর পরিপন্থি; কেননা সে এই আশঙ্কামুক্ত নয় যে, তার বিদ্যমান সন্তানরা মারা যাবে, অতঃপর সে স্বামী সন্তানহীন হয়ে বেঁচে থাকবে।

দুই: সাময়িক গর্ভনিরোধক। যেমন: একজন মহিলা খুব বেশি গর্ভবতী হয়ে পড়েন, আর গর্ভাবস্থা তাকে ক্লান্ত করে, তাই তিনি প্রতি দুই বছরে একবার গর্ভবতী হবেন এমন ব্যবস্থাপনা করতে চান অথবা অনুরূপ কিছু, তাহলে তা জায়েয। তবে শর্ত হলো: স্বামী অনুমতি দিতে হবে এবং এটি তার ক্ষতি করবে না। এর দলীল হল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় সাহাবাগণ তাদের স্ত্রীদের সাথে আযল করতেন, যাতে তাদের স্ত্রীরা গর্ভবতী না হয়। কিন্তু তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়নি। আযল হল স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং বীর্যপাতের সময় হলে (পুরুষাঙ্গ) সরিয়ে নেয়া, এবং যোনির বাইরে বীর্যপাত করা।[1]

আর যা কিছু গর্ভপাত ঘটায় সেগুলোর ব্যবহার দুই ধরনের:

প্রথম প্রকার: গর্ভপাত করার মাধ্যমে সে এটিকে ধ্বংস করতে চায়। যদি এটি তার মধ্যে রূহ ফুঁক দেওয়ার পরে হয় তবে নিঃসন্দেহে তা হারাম; কেননা সে অন্যায়ভাবে একটি সম্মানিত আত্মাকে হত্যা করছে, যা কুরআন সুন্নাহ এবং মুসলমানদের ঐক্যমতে হারাম। আর যদি তা রূহ ফুঁক দেয়ার পূর্বে হয়, তবে এর জায়েয হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ এটিকে জায়েয বলেছেন, আবার কেউ হারাম বলেছেন। আবার কেউ বলছেন: জমাট রক্ত পিণ্ড হওয়া তথা চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জায়েয। আবার কেউ বলছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত এতে কোন মানব চরিত্র স্পষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি জায়েয।

অধিক সতর্কতা হলো: প্রয়োজন না হলে গর্ভপাত

---

[1] সহীহ বুখারী: বিবাহ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: 'আযল প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৫২০৯); এবং সহীহ মুসলিম: বিবাহ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: 'আযলের বিধান, হাদীস নং (১৪৪০); জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

করা নিষিদ্ধ। যেমন: মা অসুস্থ, গর্ভধারণ সহ্য করতে পারছেনা, কিংবা অনুরূপ কোন কারণ। সে ক্ষেত্রে গর্ভপাত জায়েয, যদি না এতটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যে সময়ে মানবাকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর (মানব আকৃতি স্পষ্ট হয়ে গেলে) গর্ভপাত হারাম। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

দুই: গর্ভপাতের মাধ্যমে এটিকে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন: গর্ভধারণের সময়সীমা শেষ, প্রসবের সময় কাছাকাছি, সে সময়ে গর্ভপাতের চেষ্টা করা। এটা জায়েয। তবে শর্ত হলো: এতে মা বা সন্তানের ক্ষতি হতে পারবে না, এবং অপারেশনের প্রয়োজন হবে না। যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয় তবে এর জন্য চারটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: মা এবং গর্ভস্থিত সন্তান উভয়েই জীবিত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়া অপারেশন জায়েজ নয়। যেমন: তার প্রসব কঠিন হয়ে পড়ে এবং অপারেশনের প্রয়োজন হয়। আর এটি এই কারণে যে দেহটি বান্দার নিকট আমানত, তাই বৃহত্তর স্বার্থ ব্যতীত দেহের উপর ঝুঁকি হয় এমন কোন কাজ করা যাবেনা; কেননা সে হয়ত ভাববে অপারেশনে কোন ক্ষতি নেই, আর ক্ষতি হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: মা এবং গর্ভস্থিত সন্তান উভয়েই মৃত। এ ক্ষেত্রেও সন্তান অপসারণ করার জন্য অপারেশন জায়েয নেই; কেননা এতে কোন উপকার নেই।

তৃতীয় অবস্থা: মা জীবিত আর তার গর্ভস্থিত সন্তান

মৃত। এ ক্ষেত্রে গর্ভস্থিত মৃত সন্তান অপসারণের জন্য অপারেশন করা জায়েজ, যদি মায়ের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে; কেননা (স্বাভাবিকভাবে) দেখা যায়, গর্ভস্থিত সন্তান মারা গেলে, অপারেশন ছাড়া তা খুব কমই বের হয়। আর গর্ভে এটির স্থায়িত্ব তাকে ভবিষ্যৎ গর্ভবতী হতে বাধা দিবে, তার জন্য কষ্টকর হবে, এ ছাড়াও পূর্ববর্তী স্বামী থেকে ইদ্দত পালনরত থাকলে দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকতে হতে পারে।

চতুর্থ অবস্থা: মা মৃত এবং গর্ভস্থিত সন্তান জীবিত। এ ক্ষেত্রে সন্তানের জীবনের কোনো আশা না থাকলে অপারেশন করা জায়েয হবে না

আর যদি তার বাঁচার আশা করা যায়, তাহলে যদি তার কিছুটা বের হয়ে আসে, বাকিটা মায়ের পেট কেটে বের করতে হবে। আর যদি এর কিছুই বের না হয় তাহলে আমাদের সাথীরা (হাম্বলি মাযহাবের আলেমগণ) রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন: গর্ভস্থিত সন্তান বের করার জন্য মায়ের পেট কাটা যাবে না; কেননা এটি অঙ্গবিকৃতি। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে: পেট কাটা ছাড়া বের করা সম্ভব না, তাই পেট কাটা হবে। ইবনে হুবায়রা এ মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। "ইনসাফ" গ্রন্থে (গ্রন্থকার) বলেন: এটাই উত্তম।[1]

আমি বলি: বিশেষ করে আমাদের এই সময়ে অপারেশন করা মানে অঙ্গবিকৃতি নয়; কেননা পেট

---

1 "আল-ইনসাফ" (২/৫৫৬)।

কাটা হবে, অতঃপর সেলাই করা হবে; কেননা জীবিতের সম্মান মৃতের সম্মানের চেয়ে বেশি; এ ছাড়াও একজন নিষ্পাপ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা ওয়াজিব, আর পেটের বাচ্চা একটা নিষ্পাপ মানুষ, তাই তাকে উদ্ধার করাও ওয়াজিব। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

সতর্কীকরণ: উপরে উল্লিখিত যে সকল অবস্থায় গর্ভপাত জায়েয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই যার জন্য এ গর্ভ তার অনুমতি নিতে হবে। যেমন: স্বামী।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা যা লিখতে চেয়েছি তা এখানেই শেষ হলো। আমরা এখানে মৌলিক মাসয়ালা এবং রীতি-নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছি। কেননা এর শাখাপ্রশাখা, আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং মহিলাদের এ নিয়ে যে সমস্যা হয় তা উপকূল বিহীন সমুদ্রের ন্যায়। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শাখা মাসয়ালাগুলোকে মৌলিক মাসয়ালার দিকে এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদিগুলো মৌলিক বিষয় এবং রীতিনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করাতে সক্ষম। আর কোন বিষয়কে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের উপর কিয়াস করবে।

মুফতিদের জানা উচিত, আল্লাহর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা পৌঁছাতে এবং সৃষ্টির জন্য বর্ণনা করতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম। কুরআন ও সুন্নাহতে যা আছে সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হন; কেননা এ দুটি মূল উৎস বুঝা এবং আমল করার জন্যই

বান্দাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছুই ভুল। যে এমনটি বলবে, তাকে অবশ্যই খণ্ডন করতে হবে এবং এর উপর আমল করা জায়েয নয়। যদিও যে এমনটি বলেছে, হতে পারে সে ওজরগ্রস্ত মুজতাহিদ, এবং ইজতিহাদের প্রতিদান পাবে, তথাপি অন্য কেউ যে তার ভুল সম্পর্কে জানে তার জন্য এটি গ্রহণ করা জায়েয নয়।

মুফতিকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। তার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাইবে। তাঁর কাছে অবিচলতা এবং সঠিকতার তাওফীক চাইবে।

কুরআন ও সুন্নাহতে যা এসেছে, অবশ্যই তাই হতে হবে তার গুরুত্বের জায়গা। সে চিন্তা করবে, এ নিয়ে গবেষণা করবে। কিংবা আলেমদের বক্তব্য অনুসন্ধান করবে, যা তাকে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

প্রায়শই দেখা দেয়, কোন একটি মাসয়ালায় একজন ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী আলেমদের মতামত অনুসন্ধান করে। অতঃপর তার হুকুম সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার মত কিছু খুঁজে পায় না, আবার কখনো একেবারেই তার উল্লেখ পায় না। অতঃপর যখন সে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে, তখন একনিষ্ঠতা, জ্ঞান এবং বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত হুকুম তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মুফতির জন্য আবশ্যক হলো জটিল ক্ষেত্রে হুকুম

প্রদানে সময় নেয়া, তাড়াহুড়া না করা। কতই না হুকুম আছে এমন ! যা প্রদানে তাড়াহুড়া করা হয়েছে। আর একটু চিন্তা করার পরই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে ফতোয়া প্রদানে ভুল করেছে। এর জন্য সে লজ্জিত হয়েছে। এমনও হতে পারে সে যা ফতোয়া দিয়েছে, এর প্রতিবিধান করতে সে সক্ষম হবে না।

আর মুফতির ক্ষেত্রে, যদি লোকেরা জানে যে তিনি সময় নিয়ে নিশ্চিত হয়ে কথা বলেন, তাহলে তারা তার কথায় আস্থা রাখবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি লোকেরা তাকে তাড়াহুড়া করতে দেখে, (স্বভাবতই) তাড়াহুড়াকারী অনেক ভুল করে, তবে ফতোয়ার ক্ষেত্রে সে তাদের নিকট আস্থাবান হবে না। ফলত: তার তাড়াহুড়া ও ভুলের কারণে সে নিজেকে এবং অন্যদেরকে তার জ্ঞান ও সঠিক (ফতোয়া) থেকে বঞ্চিত করেছে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের এবং আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে সরল পথে পরিচালিত করার, তাঁর অনুগ্রহে আমাদের দায়িত্ব নেয়ার, এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে আমাদেরকে ত্রুটি থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই তিনি উদার-মহানুভব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। (পরিশেষে আবারো) প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যাঁর অনুগ্রহে ভালো কাজগুলো সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী (বান্দার) কলম দ্বারা সম্পন্ন হলো

মুহাম্মাদ আল-সালেহ আল-উসাইমিন

জুমাবার পূর্বাহ্ণের প্রথম প্রহর

১৪ শা'বান ১৩৯২ হিজরী।

❋❋❋

সূচিপত্র

নারীদের ঋতুস্রাব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা........................2
প্রথম অধ্যায়: হায়েযের অর্থ এবং এর তাৎপর্য.............................5
দ্বিতীয় অধ্যায়: হায়েযের সময় ও স্থিতিকাল.................................6
তৃতীয় অধ্যায়: হায়েযের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা.........................18
চতুর্থ অধ্যায়: হায়েযের হুকুম...24
পঞ্চম অধ্যায়: ইস্তেহাযা এবং এর হুকুম....................................52
ইস্তেহাযার অবস্থা:...53
ইস্তেহাযাগ্রস্তদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণদের অবস্থা:........................60
ইস্তেহাযার হুকুম:..62
ষষ্ঠ অধ্যায়: নিফাস এবং এর হুকুম।..66
নিফাসের হুকুম:...68
সপ্তম অধ্যায়: হায়েয প্রতিরোধন ব্যবহার কিংবা চালু করা, গর্ভনিরোধক কিংবা গর্ভপাত করার জন্য কিছু ব্যবহার করা।....72

❋❋❋

حرمين

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.